আয়েস্কাইলুসের নাটক

বাদল সরকার

মুখবন্ধ

গ্রীক নাটকের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশিদিনের নয়, গভীর তো নয়ই। বছর চার-পাঁচ আগে খেয়ালের ঝোঁকে বৃদ্ধবয়সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর ছাত্র হয়ে ঢুকে পড়েছিলাম। 'ঢুকে পড়েছিলাম' কথাটা হয়তো ঠিক লাগসই হোলো না, কারণ পুরাকালে এঞ্জিনীয়ারিঙের পথে ছিলাম বলে চার দিনে চোদ্দ ঘন্টা ধরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়েছে, এবং অধ্যাপকদের অনেকেই আমাকে বিরত হতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অবশ্য যখন তাঁদের বোঝাতে পারলাম যে আমার কোনো বদুদ্দেশ্য নেই, তখন তাঁদের কাছ থেকে উৎসাহই পেয়েছি। বদ্ না হলেও উদ্দেশ্য একটা ছিল আমার, তাই 'খেয়ালের ঝোঁক' কথাটাও পূর্ণসত্য নয়। অন্য বই পড়বার ইচ্ছে মনে মনে জমা হয়ে থাকে, কিন্তু সময়-সুযোগের অভাবে এবং প্রধানত ওজনে আর বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্যে গুভার কেতাবদের ভয়ে পড়া হয়ে ওঠে না। ঘাড়ে একটা জোয়াল পড়লে হয়তো কিছু কিছু পড়ে ফেলা যাবে - এই রকম একটা আশা ছিল মনে।

সে আশা, অন্তত আংশিকভাবে, পূর্ণ হয়েছে। যে কটি ক্ষেত্রের দিকের জানালা খুলছে, তার মধ্যে গ্রীক নাটকের ক্ষেত্র অন্যতম প্রধান। আয়েস্কাইলুস, সোফোক্লেস ও এউরিপিদেসের ট্র্যাজেডি এবং আরেস্তোফানেসের কমেডি যে কটি কালের প্রকোপ থেকে বেঁচে এ যুগে পৌঁছেছে, তেতাল্লিশটি সর্বসাকুল্যে, বিভিন্ন স্থান থেকে জোগাড় করে অন্তত একবার পড়ে ফেলেছি। আমি যাদের সঙ্গে মিশি এবং থিয়েটারের কাজ করি, তাদের অধিকাংশই এসব নাটকের ইংরাজি অনুবাদ কব্জা করে উঠতে পারবে না, তাই আমার তখনকার সদ্য-আহৃত জ্ঞান বশে কয়েকটি পাঠচক্রে তারা সোনামুখ করে শুনেছে আমার মুখে। সেই শ্রোতাদের কথা মনে রেখে একটি দুঃসাহসিক পরিকল্পনা মাথায় এসেছিল। আস্ত নাটক অনুবাদের দুঃসাহস নয় - সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যেতো। ভেবেছিলাম - একটু যদি পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় তিন মহারথী নাট্যকারের নাটকের সঙ্গে, খানিকটা যেমন পাঠচক্রে করা গেছে। প্রত্যেকের তিনটে করে নাটক যদি ধরা যায় -

শেষ পর্যন্ত মাত্র একজনের তিনটি নাটক ধরে উঠতে পেরেছি - আয়েস্কাইলুসের, যেটাকে 'ওরেস্তেইয়া' নামের ত্রি-নাট্য বা ট্রিলজি বলা হয়। অন্য দুজনের তিন-দুগুনে ছটা মনে মনে নির্বাচিত হয়ে আছে। হাতে-কলমে প্রকাশ পায়নি, নিঃসন্দেহে উপযুক্ত জোয়ালের অভাবে।

আড়াই হাজার বছর আগে কোন্ অসামান্য কায়দায় লোকোৎসবের নৃত্যগীত থেকে নাটক বস্তুটা ডিম ফুটে বেরোলো, এবং এক শতকের কম সময়ের মধ্যে এমন মহিমা অর্জন করলো যা আজও আমাদের চমৎকৃত করে, নাট্যবোধ বাড়ায়, অভিনয় করতে উদ্বুদ্ধ করে - তাই নিয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ (অবশ্যই নাতিশীতোষ্ণ) মুখবন্ধ লেখবারও পরিকল্পনা ছিল বই আর ক্লাসনোট ঘেঁটে; সেটাও হয়ে ওঠেনি। অতএব এই পান্ডিত্যবর্জিত মুখবন্ধটাকে আর দীর্ঘ না করাই যুক্তিযুক্ত।

একটা কথা শুধু সবিনয়ে জানিয়ে রাখি! গ্রীকভাষা জানা কোনো পন্ডিতের সঙ্গে যোগযোগ হয়নি বলে মানুষের ও স্থানের

নামগুলির উচ্চারণ আমার স্বকপোলকল্পিত। যদি তাঁদের কেউ আমার অজ্ঞানতায় বিরক্ত হয়ে আমাকে শুদ্ধ উচ্চারণগুলি জানান, তবে আমি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ হবো; যদিও তার ফলে বর্তমান রচনার কিছু ক্ষেত্রে ছন্দপতন ঘটে যাবে।

আগামেম্‌নন্‌

শেষ রাত। আর্গোস নগরে রাজপ্রাসাদের ছাতে এক প্রহরী। প্রাসাদের দ্বারের বাইরে প্রাঙ্গনে দেবরাজ জেউসের এবং অ াপোল্লো ও হের্মেস্‌-এর প্রতিমূর্তি। প্রতিটি মূর্তির সামনে পূজার বেদী।

প্রহরী।। একঘেয়ে একটানা ও পাহারা থেকে,
দেবতারা - এইবার ছুটি দাও,
আমাকে রেহাই দাও, হে দেবতা!
বারবার পূর্ণিমার চাঁদ ঘুরে গেছে;
প্রতি রাতে, এই ছাতে, আত্রেউসের এই
রাজবাড়ি - এর উঁচু ছাতে,
প্রহরী কুকুর হয়ে জেগে থাকি আমি।
রাতে রাতে আকাশেতে তারাদের মেলা -
যেন রাজসভা আলো করে আছে সব;
কখন কে ওঠে, কে যে অস্ত যায় - সব দেখি,
গ্রীষ্মে শীতে সব দেখি আমি; শুধু
সেই তারাটার দেখা নেই আজও, সেই নতুন তারার,
আগুনের ঝলকানি হয়ে যার আলো
ত্রোয় থেকে এনে দেবে একটি খবর,
একটিমাত্র কথা - যুদ্ধজয়!
সেই কথাটির আশা নিয়ে অপেক্ষায় আছে
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা - রানি আমাদের, যে রানির
শরীর মেয়ের, তবু কলিজায় পুষের তেজ।
আর একটি রাত আজ। হিমে ভিজে, শুয়ে বসে,
পায়চারি করে, জেগে আছি আমি। ঘুম নেই চোখে,
ঘুমের শত্রু ভয় পাহারায় আছে, পাছে চোখ
বুজে যায়। যদি গান গাই, সুর ভেঁজে

যদি চেষ্টা করি সময় কাটাতে -
হা কপাল, কান্না আসে! কান্না আসে ভেবে
পুরানো দিনের কথা। এই রাজবাড়ি-
কতো যে বদল হোলো এর, কতো আলো
অন্ধকার হোলো। তাই বলি - এইবার
আমাকে রেহাই দাও ভগবান! রাতের আকাশে
আলো জ্বালো, খবরের আগুন জ্বালাও,
রাতের আঁধার চিরে আলো দেখা দিক,
হে দেবতা - ভালো খবরের।

ঐ যে, ঐ যে আলো! ঐ সে আগুন!
আহা জ্বলো জ্বলো, সূর্যের মতন
ছিঁড়ে দাও রাত! আর্গোস শহরে
পথে পথে শু হোক নাচ, শু হোক
আনন্দের গান - এসেছে খবর, এসে গেছে!
কোথায় রানিমা! কোথা রানি ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা!
ও রে কে আছিস, ডাক্‌ তাকে!
ও ঠো রানি, জাগো, দেখো এসে,
শোনো এসে আগুনের হাঁক - জয় আমাদের!
ত্রোয় আমাদের! আজকের জয়ের মিছিলে
সকলের আগে আগে আমি নেচে যাবো!
এ জয় আমার! আমার প্রভুর জয়! আমাদের রাজা
আগামেম্‌নন্‌, দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে নিরাপদে
এতোদিনে আসবে সে ফিরে! তাকে
প্রণাম জানিয়ে আমার ফুরোবে কাজ।
আর কিছু বলে কাজ নেই।
এ বাড়ির দেওয়ালের যদি মুখ থাকে-
সে মুখ বলুক কথা; আমার এ মুখ
বন্ধ থাক, বন্ধ থাকা ভালো।

নেমে এলো প্রহরী। প্রাসাদের ভিতরে আলো জ্বলে উঠছে। ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রার জয়ধবনি শোনা গেলো, তারপর জয়ধবনি অ ারো অনেক কণ্ঠে। দূতরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়লো শহরে। দাসদাসী এলো ধূপধূনা পূজা-উপচার নিয়ে। ক্ল াইতেম্‌নেস্ত্রা এসে ধুনা দিলো জেউসের বেদীতে।

শহর থেকে এলো 'কোরাস' - নগরের বয়োজ্যেষ্ঠ পৌরপিতা তারা। রানিকে এখনো দেখেনি। কোরাসের গান ঃ

দশ বছর আগে আত্রেউসের দুই বীর পুত্র আগামেম্‌নন্‌ আর মেনেলাউস্‌ যুদ্ধযাত্রা করেছিল এক হাজার জাহাজ নিয়ে, রাজ্যের সশস্ত্র তণদের নিয়ে, ত্রোয়ের রাজা প্রিয়াম্‌-এর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, প্রিয়াম্‌-পুত্র পারিসের পাপের শাস্তি দিতে। যে পারিস স্পার্তায় রাজা মেনেলাউসের গৃহে অতিথি ছিল, আতিথ্যের নীতি ভঙ্গ করে মেনেলাউসের পত্নী

হেলেনকে নিয়ে পালিয়েছিল। বৃদ্ধ আমরা, শিশুর মতো অশক্ত, তাই এই ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে পারিনি।

রানিকে দেখতে পেয়ে পৌরপিতারা জানতে চাইলো - কেন সে ঘরে ঘরে উৎসব পালনের, দেবপূজার, বলিদানের নির্দেশ পাঠিয়েছে। কোনো সংবাদ কি সে পেয়েছে।

রানি নিত্তর। কোরাসের দিকে তার পিঠ। দর্শকদের উদ্দেশ করে কোরাসের গান এবার ঃ আমরা দেখেছি সেই দুই বীরকে যাত্রা করতে, হাজার হাজার বর্শাধারী সৈনিককে যাত্রা করতে। পথের পাশে দেখা গেলো দুটি ঈগলপাখি, একটি সাদা, অন্যটি পিঙ্গলবর্ণ। একটি গর্ভবতী স্ত্রী-শশককে ছিঁড়ে খাচ্ছে তারা।

কাঁদো, দুঃখে কাঁদো, তবু জয়ী হোক মঙ্গল।

বিজ্ঞ গণৎকার কাল্‌কাস্‌ ব্যাখ্যা করলো এই অশুভ ইঙ্গিতের। ঐ দুই ঈগল আত্রেউসের দুই পুত্র। তাদের অভিযান সফল হবে, ধবংস হবে ত্রোয়; কিন্তু সাবধান, কোনো দেবতার রোষ যেন না পড়ে তাদের উপর সমুদ্রযাত্রার আগেই। জেউসকন্যা দেবী আর্তেমিস্‌ অযথা বা অনুচিত হিংসা সহ্য করে না; শশকের অজাত শাবকের ধবংস সেই অনুচিত হিংস ার প্রতীক।

কাঁদো, দুঃখে কাঁদো, তবু জয়ী হোক শুভম্‌।

শুভম জয়ী হোক, মঙ্গল জয়ী হোক, কিন্তু মঙ্গল কী শুভম্‌ কী ঈশ্বর কে যাকে আমরা জেউস বলি জেউস দেখিয়েছে - জ্ঞ ানলাভ কীভাবে হয়। হয় দুঃখে। জ্ঞানী হতে হলে দুঃখ পেতে হবে মানুষকে।

কিন্তু আগামেম্নন্‌ ভুল স্বীকার করলো না, পারলো না স্বীকার করতে। অহংকারের ভুল। বিপরীত বায়ুতে অচল হোলো সব জাহাজ, তীরে রইলো সৈন্যদল, খাদ্যে টান পড়তে লাগলো। ক্ষুধা, অসন্তোষ, অভিযোগ। দিনের পর দিন কাটে - অসহায়, অক্ষম, অসহিষ্ণু সৈন্যবাহিনী।

আবার বাণী দিলো গণৎকার কাল্‌কাস্‌। বিপরীত বায়ু পাঠিয়েছে দেবী আর্তেমিস্‌। বলি চায় দেবী। কার বলি? গ্রীক বা হিনীর সর্বাধিনায়ক রাজা আগামেম্নন্‌ের অনূঢ়া কন্যার রক্ত তার দাবি।

‘কী করবো আমি ’ - হাহাকার করে উঠলো রাজা। ‘নিজের সন্তানকে বলি দেবো হত্যা করবো নিরপরাধ বালিকাকে আর যদি তা না করি - ছেড়ে দিতে হবে নেতৃত্ব, ত্যাগ করতে হবে দায়িত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে সারা গ্রীসের মিলিত শক্তির প্রতি। দুদিকেই ধবংস, দুদিকেই সর্বনাশ।’

তারপর তারপর রাজা ‘প্রয়োজন’-এর জোয়াল দুলে নিলো ঘাড়ে। অন্তরের আলোড়ন স্তব্ধ হোলো তার, ধর্ম পরিণত হে ালো অধর্মে, কীর্তির অহংকারী লোভে পাপে ডুবলো রাজা আগামেম্নন্‌। এক বিশ্বাসঘাতিনী নারীর জন্য যুদ্ধযাত্রা করতে নিরপরাধ কন্যার রক্তে হাত রঞ্জিত করলো স্বেচ্ছায়।

‘বাবা’ বলে ডুকরে কেঁদেছিল সেই কিশোরী। কিন্তু তার প্রাণের চেয়ে দামী হোলো যুদ্ধের গৌরব। বেদীতে তোলা হোলো তাকে বলির ছাগশিশুর মতো, বেঁধে দেওয়া হলো মুখ, পাছে তার আর্ত চিৎকারে অভিশাপ লাগে আত্রেউসের র াজপরিবারে।

তারপর কী হোলো দেখিনি, সে কথা বলতেও চাই না। শুধু জানি, ন্যায়ের অমোঘ দন্ডে নিহত হয় হত্যাকারী।

কিন্তু এখন - চাপা থাক ভবিষ্যতের ভীতি। যা ঘটবেই, সময় তা বন্ধ করতে পারবে না, শুধু দেখাতে পারবে। কী হবে অঘটনের কথা ভেবে আগে থেকেই কেঁদে আর্গোসের শুভাকাঙ্ক্ষী আমরা, আগামেম্ননের প্রাসাদের দ্বারে দাঁড়িয়ে এই কথাই এখন শুধু বলি - জয়ী হোক মঙ্গল, জয়ী হোক শুভম্।

দিনের আলো ফুটে উঠছে। রানি ফিরলো কোরাসের দিকে। তারা বললো, 'আমরা এসেছি রানির আদেশ শুনে। কোনো সংবাদ কি এসেছে যদি বলা ভালো মনে করো বলো, না বললেও মেনে নেবো।

ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। প্রবাদবচন যদি সত্য হয়, তবে
রাতের গর্ভ থেকে জন্ম নেবে সুসংবাদ
উদয়ের অণ - আলোকে। আশাতীত সুসংবাদ -
আমাদের বাহিনীর দুর্জয় প্রতাপে
প্রিয়ামের রাজ্য পরাভূত।
কোরাস ।। একি ভুল শুনলাম এ যে
প্রত্যয়ের মাত্রাছাড়া কথা!
ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। ত্রোয় আমাদের। আর কতো খুলে বলা যায়
কোরাস ।। চোখে জল আমাদের আনন্দ-আবেগে
ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। দেশভক্তি রাজভক্তি পরিস্ফূট ঐ অশ্রুজলে।
কোরাস ।। সঠিক প্রমাণ কিছু আছে
ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। অবশ্যই। দেবতার বাণী যদি সত্য হয়।
কোরাস ।। দেবতার বাণী ! তবে কি ও বার্তা এলো
মহিষীর নিশীথ-স্বপনে
ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। আমি কি চালিত হই ভর করে স্বপ্নের পাখায়
কোরাস ।। জনশ্রুতি যদি হয়ে থাকে -
ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। মনে হয়,
অবোধ বালিকা বলে বিবেচিত আমি
তোমাদের ধারণায়।
কোরাস ।। কবে হোলো ত্রোয়ের পতন
ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। এই রাত্রে, যে রাত্রি এনেছে এখন
জ্যোতির্ময় ঐ সূর্যোদয়
কোরাস ।। কোন্ দূত এতো দ্রুত ত্রোয় থেকে
উড়ে এলো দিতে এ সংবাদ
ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। অগ্নির দেবতা

ঠিকই বলেছে রানি - আগুনের দেবতাই দূত। ত্রোয় আর আর্গোসের মধ্যবর্তী বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন দ্বীপে, পাহাড়ের শিখরে শিখরে নিযুক্ত ছিল প্রহরী, যেমন ছিল এই রাজপ্রাসাদের ছাতে। ত্রোয়ের পাশে ইদা পর্বতের শৃঙ্গে প্রথম জ্বলেছে আগুন জয়ের বার্তা ঘোষণা করে। তাই দেখে লেম্নোস্ দ্বীপের পর্বতশিখরের প্রহরী আগুন জ্বেলেছে, তাতে সাড়া

দিয়েছে পরবর্তী ঘাঁটি, এমনি করে চূড়ো থেকে চূড়োয়, দেশ দেশান্তর পার হয়ে এক রাতের মধ্যে আর্গোস শহরে পৌঁছে গেছে সংবাদ। এ ব্যবস্থা রানি ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রার।

পৌরপিতাদের সামনে কল্পনায় মূর্ত করে তুললো রানি গ্রীক সৈন্যদের জয়নিনাদ, ত্রোয় নগরে স্বামীহারা পুত্রহারা নারীদের আর্ত ক্রন্দন। শুধু একটি প্রার্থনা তার - গ্রীক সৈন্যরা যেন জয়ের উত্তেজনায় ত্রোয়ের কোনো দেবস্থানের অমর্যাদা না করে, কারণ এখনো তাদের নিরাপদে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন রয়ে গেছে। পৌরপিতারা অভিনন্দন জানালো রানির পুযোচিত বুদ্ধিবৃত্তিকে। রানি গেলো প্রাসাদের ভিতরে।

কোরাসের গানে এবার প্রতিফলিত হোলো জেউসের অমোঘ দন্ডবিধানের প্রসঙ্গ। অহংকারী পারিসের পাপের শাস্তি অপ্রতিরোধ্য ছিল, যতোই তার ধনবল জনবল থাক না কেন; কারণ জেউসের নিশানা নির্ভুল। দয়ামায়ার স্থান নেই জেউসের বিচারে, পাপীর মৃত্যু অবধারিত। প্রলুব্ধ হেলেন পারিসের হাত ধরে চলে গেছে ত্রোয়রাজ্যে, সঙ্গে ন্যাপ নিয়ে গেছে - ধবংস, রক্ত আর চোখের জল। হাহাকার করেছে স্বামী মেনেলাউস, তার গৃহ হয়েছে নিস্তব্ধ সমাধি। আর এদিকে আর্গোস নগরে ঘরে ঘরে শোক, বিধবার শোক, পিতৃহারার পুত্রহারার শোক। জীবন্ত পুষ তারা পাঠিয়েছিল যুদ্ধে, দূরদেশে, সেই সব মানুষের বদলে ফিরে এসেছে দিনের পর দিন পাত্রে ভরা এক এক মুঠো ছাই। যুদ্ধ এক ব্যবসায়ী, রক্তমাংস তার কেনাবেচার কড়ি। রণক্ষেত্রে যখন আঘাতে প্রত্যাঘাতে অস্ত্রের ঝনৎকার বাজে, তখন সে দাঁড়িপাল্লায় ওজন মাপে সতর্ক চোখে, সোনা বার করে নিয়ে পড়ে থাকা ছাই ফেরৎ পাঠায় ভস্মাধারে - মানুষের জীবনের দাম। প্রিয়জন কাঁদে, কেঁদে বলে, 'হ্যাঁ, সে যোদ্ধা ছিল বটে, মৃত্যুর মাঝে বীরের মৃত্যু ঘটেছে তার।' শোক থেকে তিক্ততায় দাঁতের ফাঁকে বলে, 'হ্যাঁ গটেছে - আর একজনের বৌ-এর জন্য!' শোক থেকে তিক্ততা, বিক্ষোভ; যদিও সে ক্ষোভ চাপা থাকে ভয়ে। নগরের বাতাসে নাগরিকের অভিশাপের বিষাক্ত বাষ্প, বিপদের গন্ধ। কার বিপদ ঐ যে মানুষ ফিরে আসছে; যে মৃত্যুর হিসাব করে থাকে বাহিনী দিয়ে, মানুষ দিয়ে নয়; যে কীর্তির মোহে ভুলে গেছে ন্যায়নীতি - বিপদ সেই মানুষের। হয়তো আঘাত আসবে, দেবরাজের বজ্রের মতো পর্বতবিদারী আঘাত। আমরা চাই না কোনো রাজ্য ধবংস করে জয়ী হতে, আমরা চাই না পরাজিত বন্দী হয়ে গলায় শিকলের মালা পরতে। এই প্রার্থনায় শেষ হোলো কোরাসের গান।

কয়েকদিন কেটে গেছে, কোরাস আবার। এবার সংশয়, রানির দেওয়া আগুনে আগুনে আসা বার্তায় সন্দেহ, অবিশ্বাস। তখন এলো এক বার্তাবহ দূত। দশ বছর জীবন-মৃত্যুর খেলা খেলেছে সে ত্রোয়ের প্রান্তরে, তবু যে আবার পা দিতে পেরেছে স্বদেশের মাটিতে - এখন মরলেও তার দুঃখ নেই। পৌরপিতারা অভ্যর্থনা জানালো তাকে। বার্তাবহ তাদের শোনালো তার গত দশ বছরের জীবনযাত্রার কথা। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা আর ঝড়ঝঞ্ঝা, শত্রুপুরীর প্রাচীরের নিচে হিমে ভেজা ধুলো-মাটি-কাদার শয্যা, দাণ গ্রীষ্ম আর অসহ্য শীত। কিন্তু ও কথা এখন থাক। এখন ওসব শেষ, এখন বিশ্রাম। জেউসের প্রাসাদে ত্রোয় বিজিত, বিধবস্ত; অভিযানের সর্বাধিনায়ক ফিরে আসছে লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে, তাকে আবাহন জানাতে প্রস্তুত হোক আর্গোস - এ ছাড়া আর কিছু বলবার নেই দুতের।

প্রাসাদের দ্বারে রানি ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা। বললো - এ জয়ের গান সে অনেক আগেই গেয়েছে আগুনের বার্তা পেয়ে। তখন বলা হয়েছিল - এ শুধু নারীসুলভ আশাবাদ। দূতের মুখে কিছু শুনবার নেই তার, সব শুনবে সে তার স্বামীর মুখে। দূত গিয়ে তাকে বলুক, তার পত্নী এতোদিন নিষ্কলঙ্কথেকে অপেক্ষা করেছে তার জন্য, কোনো নিন্দা-অপবাদের কলুষ তাকে স্পর্শ করেনি।

বলে রানি চলে গেলো ভিতরে। বার্তাবহ বিস্মিত - এ কেমন ধরনের কথা রানির মুখে, পৌরপিতারা অবাক হয়নি, অনেক কিছু জানা আছে তাদের। ও কথা ছেড়ে তারা জিজ্ঞাসা করলো মেনেলাউসের কথা। সে কি নিরাপদে ফিরেছে তার রাজ্য স্পার্তায়। না, কোনো খবর নেই তার বা তার জাহাজের - জবাব দিলো দূত। কিন্তু সে এসেছে জয়ের বার্তা নিয়ে, অ

ানন্দসংবাদ জানাতে এসেছে আর্গোস নগরে, সে কি এখন বলবে বিধবস্ত গ্রীক বাহিনীর কথা আগুনে আর অস্ত্রমুখে মৃত্যুর কথা প্রচন্ড তুফানে ফুলে ওঠা ঢেউ জাহাজে জাহাজে সংঘর্ষে ভেঙ্গে পড়া মাস্তুল-পাটাতন আর জলে ভাসা গ্রীক ন াগরিকের মৃত মুখের কথা। তাদের জাহাজ ডোবেনি। কোনোমতে বেঁচে ফিরে ভিড়তে পেরেছে দেশের বন্দরে - জেউসের কৃপায়। তার কৃপা থাকলে মেনেলাউসও হয়তো ফিরবে একদিন।
চলে গেলো বার্তাবাহ। কোরাস গাইলো ঃ

হেলেন - একটা নাম। সে নামের মানে মৃত্যু, সে নামের মানে একটা ভেঙ্গে পড়া আগুনে পোড়া শহর, শত শত ডুবে যাওয় া জাহাজ, হাজার রক্তাক্ত মৃতদেহ। পারিসের প্রেম, হেলেনের প্রেম, যেন বর আর নববধু - মধুর মিলন। মধু কতোদিন পিছনে অনিবার্য সর্বনাশ শান্ত ধৈর্যে মুহুর্ত গুনে গেছে। জেউসের দুটি অনুশাসন ভেঙ্গেছে ওরা দুজন - আতিথেয়তার অনুশাসন, আর বিবাহবন্ধনের। সর্বনাশ আজ চরম আঘাত হেনেছে - ত্রোয় বিধবস্ত, পারিস মৃত, তার সঙ্গে ত্রোয়ের প্রতিটি নাগরিক, কারণ তারা আবাহন জানিয়েছিল পারিসকে, গ্রহণ করেছিল হেলেনকে, মেনে নিয়েছিল অন্যায়কে। য ারা মনে করে ন্যায়নীতি নেই, তারা ভুল করে।

দুটি রথ এলো। একটিতে রাজা আগামেম্ননন্ দ্বিতীয়টিতে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার, লুণ্ঠিত সম্পদ - ত্রোয়রাজকন্যা কাসান্দ্রা।

পৌরপিতারা আন্তরিক আবাহন জানালো রাজাকে। সেই সঙ্গে সতর্কও করে দিলো তাকে - সকলের অভ্যর্থনা আন্তরিক নাও হতে পারে। একথা তারা স্বীকার করলো যে দশ বছর আগে রাজা যুদ্ধযাত্রার খাতিরে এক নিরপরাধিনীকে বলি দিয়েছিল, তখন সে কাজ তারা ভুল এবং অন্যায় বলে মনে করেছিল। কিন্তু সে অতীতের কথা। আজ রাজা বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে, আজ অকুণ্ঠচিত্তে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তারা, কিন্তু রাজা যেন নিজে চিনে নেয় - কার আনুগত্য আন্তরিক, ক ার নয়।

আগামেম্ননন্ প্রথমে অভিনন্দন জানালো আর্গোসকে, নগরের অধিষ্ঠিত দেবদেবীদের, ত্রোয়ের অন্যায়ের সফল প্রতিশে াধের জন্য, তার নিজের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য। বিজয়পর্বে দেবতার সঙ্গে যেন সে ভাগ করে নিলো তার নিজের গৌরব। বিধবস্ত ত্রোয়, ধূমায়িত ত্রোয়, ভস্মীভূত ত্রোয় - দেবতার বিধান, এবং তার নিজের কীর্তি। তারপর পৌরপিতাদের সতর্কবাণীর কথা। মানুষের ঈর্ষা সম্বন্ধে রাজা সম্পূর্ণ অবহিত, অন্যের সম্পদ আর সাফল্য ঈর্ষার জন্ম দেবেই। সমাবেশ ডাকবে সে নাগরিকদের, আলোচনা করবে, বিচক্ষণদের পরামর্শ নেবে, খুঁজে বার করবে কোথায় লুকিয়ে আছে অসন্তে াষের বীজ, উৎখাত করবে সে বীজ তরবারি আর আগুনের মাধ্যমে।

বাইরে এলো রানি ক্লাইতেম্নেস্ত্রা। সঙ্গে দাসীরা নিয়ে এলো একটি মহার্ঘ লাল রেশমের দীর্ঘ চাদর। রানি নিঃসংকোচে প্রকাশ করলো স্বামীর প্রতি তার অবিচলিত প্রেম, বর্ণনা করলো তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা নিঃসংগ গৃহে, মিথ্যা গুজব যখন দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে বার বার, রাজার আহত হবার নিহত হবার সংবাদ। সংশয়, হতাশা, ভয়। সেই ভয় তাকে বাধ্য করেছে বালক পুত্র এরেস্তেসকে দূরে পাঠিয়ে দিতে, বন্ধু স্ত্রোফিউসের আশ্রয়ে, পাছে বিদ্রোহী নাগরিকের হাতে বিপদ ঘটে তার। আজ সংশয়, ভয়, হতাশা, উদগ্রীব প্রতীক্ষা - সব শেষ; তার প্রিয় স্বামী, গৃহস্বামী, দেশের স্বামী, বিজয়ী বীর হয়ে ফিরে এসেছে। এখন সে নেমে আসুক রথ থেকে। বিজিত ত্রোয়ের মাটিতে যে পা সে ফেলেছে, সেই পা এখন রাখুক মহ ামূল্য রক্তিম রেশমের চাদরে।

রানির আদেশে দাসীরা পেতে দিলো চাদর রথ থেকে দ্বার পর্যন্ত ঢেকে।

রানির দীর্ঘ বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হয়নি রাজা। নিজমুখে স্বামীর এইরকম প্রকাশ্য প্রশংসা অনুচিত। দামী রেশমের চাদরে পা

ফেলা অহংকারের পরিচয়, যে অহংকার দেবতার রোষ আকর্ষণ করে। মানুষ হিসাবে অভ্যর্থনাই তার কাম্য, মহার্ঘ রেশমে পদার্পণ করে দেবতার সমকক্ষ হবার চেষ্টা অবিবেচকের কাজ।

কিন্তু রানি প্রলুব্ধ করলো রাজাকে। বললো - এমন মূল্যবান বস্ত্র অনেক আছে তাদের ভান্ডারে, এ বস্ত্রে পদক্ষেপ সমাবৃত্ত বিজয়ী বীর রাজার ন্যায্য অধিকার।

ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। যদি ভাগ্যক্রমে প্রিয়ামের হোতো জয়,
কী হোতো সিদ্ধান্ত তার
আগামেম্‌নন্‌ ।। অবশ্যই
মহার্ঘ রেশমবস্ত্রে হোতো তার পদার্পণ।
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। তাই যদি, কেন তবে তোমার এ দ্বিধা
জনমতে কেন এতো ভয়
আগামেম্‌নন্‌ ।। জনমত
যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে।
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। গরিমাই ঈর্ষা আনে। কেবা ঈর্ষা করে তাকে,
অসূয়ার যোগ্য যে নয়
আগামেম্‌নন্‌ ।। এ যেন আর এক যুদ্ধ! জয় কি তোমার
এতো কাম্য
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। তুমি জয়ী,
এইটুকু জয়ের প্রসাদ কী বাধা আমাকে দিতে
আগামেম্‌নন্‌ ।। তবে তাই হোক, এতো যদি অভিলাষ।

পাদুকা খুলে পা ধুয়ে প্রস্তুত হোলো রাজা হার মেনে। রানিকে বললো বন্দিনী রাজকন্যাকে ভিতরে নিয়ে যেতে। তার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে, বিজয়ীর মহামূল্য পুরস্কার সে। এই বলে পদার্পণ করলো রাজা রক্তিম রেশমের চাদরে।

অমনি বিজয়িনীর মতো হুলুধ্বনি করে উঠলো রানি ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা - এলেলেলেলেলেলেলেউ! সে হুলুধ্বনি বিজয়ী বীরের সম্মান - এই কথা ধরে নিলো সবাই। সত্য অর্থ বুঝলো একমাত্র কাসান্দ্রা, দেবতা আপোল্লোর কাছ থেকে যে পেয়েছিল ভবিষৎদৃষ্টি।

চিৎকার করে উঠলো রানি - 'জেউস জেউস, ইচ্ছাপূরণের দেবতা! সার্থক করো আমার প্রার্থনা, পূর্ণ হোক তোমার ইচ্ছা!'

সদলবলে ভিতরে গেলো তারা। অস্বস্তি পৌরপিতাদের মনে। কী যেন একটা সর্বনাশ ঘটতে চলেছে - অনুভব করছে তারা, বুঝতে পারছে না। সমৃদ্ধি, গৌরব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, গর্ব, ক্ষমতা, রক্তপাত - অন্ধকারের আড়ালে কোন্‌ এক কার্যকারণ সম্বন্ধ অমোঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ভয়ংকর কোনো দুর্ঘটনার দিকে।

সহাস বেরিয়ে এলো রানি, কাসান্দ্রাকে ডাকলো ভিতরে সে যেন দাসী, অন্য দাসীদের সঙ্গে অন্দরমহলে রাজার অভ্যর্থনায় পূজা বলিদানের অনুষ্ঠানে এসে অংশগ্রহণ কক।
কাসান্দ্রা নিশ্চল, নিত্তর।

পৌরপিতারা পুনচ্চারণ করলো রানির আদেশ। কোনো সাড়া নেই। এ কি গ্রীকভাষা বোঝে না? না উন্মাদ এ? বিরক্ত হয়ে রানি ভিতরে চলে গেলো আবার। ধৈর্যসহকারে পৌরপিতারা কাসান্দ্রাকে রথ থেকে নেমে আসতে অনুরোধ করলো, মেনে নিতে বললো বন্দিনী দাসীর দুর্ভাগ্য। কাসান্দ্রা রথ থেকে নামলো, সামনে দেখলো আপোল্লোর প্রতিমূর্তি। দেখামাত্র গগনবিদারী এক আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার কণ্ঠ থেকে।

কাসান্দ্রা ।। ওঃ আপোল্লো! ওঃ! ওঃ! না না না না!
ওঃ ধরিত্রী! ওঃ আপোল্লো!
কোরাস ।। কেন এই আর্তনাদ আপোল্লোর নামে?
নয় তো সে শোকের দেবতা?
কাসান্দ্রা ।। ওঃ বিভীষিকা! ওঃ ধরিত্রী!
ওঃ আপোল্লো আপোল্লো!
কারাস ।। এ তো দেবনিন্দা! এরকম আর্তরব
আপোল্লোর মনোমত কখনো হবে না।
শোকে মন্দিরে নয় তার দেবস্থান!
কাসান্দ্রা ।। আপোল্লো আপোল্লো! আমার চূড়ান্ত ধবংস
আর একবার - এইখানে! পথপ্রদর্শক হয়ে
আমাকে এনেছো এতো দূরে - ধবংস হতে!
কোরাস ।। দুঃখময় ভবিষৎ দাসীর জীবন
ফুটে কি উঠেছে ওর মানসনয়নে?
এখন ও দাসী, তবু বুঝি বা এখনো
দিব্যদৃষ্টি কিছু বাকি রয়ে গেছে।

কাসান্দ্রা ।। এ কোথায় - আপোল্লো আপোল্লো,
এ কোথায় টেনে নিয়ে এলে ধবংস হতে?
এটা কোন্ অভিশপ্ত গৃহ?
কোরাস ।। তোমার তো দিব্যদৃষ্টি আছে বলে শুনি;
এটা যে প্রাসাদ, আত্রেউস স্থাপয়িতা এর -
এ কথা বোঝোনি? তবে শুনে নাও সেটা
আমাদেরই মুখে।
কাসান্দ্রা ।। না না না না, দেবশত্রু ও প্রাসাদ!
ঐ দেখো - পাথরে পাথরে সাক্ষ্য রক্তের অক্ষরে!
পাপ পাপ! হত্যা! রক্তপাত!
ঐ দেখো - দ্বারের আড়ালে মৃতদেহ!
শিশুদের মৃতদেহ, খন্ডখন্ডঅস্থি মাংস
শিশুদের ঐ! ঐ দ্বারের ওপাশে!
কোরাস ।। শিকারী কুকুর হয়ে দিব্যদৃষ্টি ওর
গন্ধে গন্ধে নিশানা কি পেয়েছে রক্তের?
রক্ত আছে - সে কথা তো জানা!

কাসান্দ্রা ।। রক্ত রক্ত - আমি জানি! ঐ দেখো -
শিশু কাঁদে, নিজের রক্তের জন্য,
নিজের মাংসের জন্য কাঁদে! চেয়ে দেখো-
নামহীন ও কোন্ থালায় থরে থরে
সন্তানের মাংসখন্ড পিতার সম্মুখে!
কোরাস ।। সকলেরই জানা ও কাহিনী; এর জন্য
প্রয়োজন নেই দিব্যদৃষ্টি।
কাসান্দ্রা ।। আঃ! আঃ! লজ্জাকর ষড়যন্ত্র!
ঘৃণায় বিষাক্ত আত্মা চুপিসাড়ে অপেক্ষায় আছে-
আর এক বিশ্বাসহত্যা, আর এক কলুষ!
যেখানে প্রেমের স্থান, ঘৃণা সেইখানে
হত্যার আঘাত হানে! অপ্রস্তুত, অস্ত্রহীন,
নিঃসহায়, শক্তি কোথা তার
এ নিয়তি বিফল করার?
কোরাস ।। প্রথমটা বোঝা গেলো, সারা দেশবাসী
জানে সেটা। দ্বিতীয় এ ভবিষৎবাণী
আমাদের বোধের অতীত।
কাসান্দ্রা ।। ধিক ধিক! ঐ নারী, ঐ যে দাঁড়িয়ে,
বিবাহিত স্বামী ওর, কলুষিত যুদ্ধ-অপরাধে,
- এ কি তবে প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠান?
নির্মল হবার পথ সমাধির প্রান্তে হবে শেষ?
তাই বুঝি ঐ ওঠে হত্যাকারী হাত?
কোরাস ।। তবুও দুর্বোধ্য সব! এ কী প্রহেলিকা?
কার সাধ্য অর্থ বোঝে এর!
কাসান্দ্রা ।। ঐ! ঐ! ও কী দেখি আমি?
শিকারের জাল ওর হাতে! ঐ যে শিকারী-
শিকারের শয্যার সংগিনী! এসো এসো,
ছুটে এসো প্রেতিনীর দল,
পাপীকে শাস্তি দেওয়া তোমাদের কাজ,
ছিন্ন ভিন্ন করে দাও বীভৎস চিৎকারে
আকাশ বাতাস! রক্ত পান করো,
অনেক রক্ত আছে এ গৃহের পাথরে পাথরে,
আরো রক্ত, ঐ দেখো - আরো রক্ত ঝরে!
পান করো প্রেতিনীর দল! অতৃপ্ত তৃষায়
আকণ্ঠ, আকণ্ঠ করো পান!

উন্মাদিনীর মতো চিৎকার করে চললো কাসান্দ্রা। দিব্যচক্ষে হত্যা দেখছে সে, স্বামীহন্তা বিশ্বাসঘাতিনীকে দেখছে। আর দেখছে তার নিজের মৃত্যু আপোল্লোর বিধানে, এইখানে, ঐ মানুষটির সঙ্গে।

অবশেষে শান্ত হলো কাসান্দ্রা। কথা বলতে আরম্ভ করলো। পারিসের সর্বনাশা প্রেমের কথা, তার পিতামাতা ভাইবোনদের শোচনীয় মৃত্যুর কথা, তার ভস্মীভূত জন্মস্থানের কথা। এবং তারপর -

কাসান্দ্রা ।। এবার মিলন হবে ভাইদের সাথে;
আর কিছুক্ষণ, তার পরে সিক্ত হবে
এই ভূমি আমার শোনিতে।

আবার বিভ্রান্ত কোরাস এই শেষ উক্তিতে। কাসান্দ্রা বললো ওদের আত্রেউসের পরিবারের অভিশপ্ত ইতিহাস। সে ইতিহাস পৌরপিতাদের জন্য, যদিও অতো দূরদেশে বসে কাসান্দ্রা কেমন করে জানলো - এই তাদের প্রশ্ন। কাসান্দ্রা তখন জানালো - আপোল্লো তাকে দিয়েছে এই দিব্যদৃষ্টি, প্রতিদানে দাবী করেছে তার দেহ। দিব্যদৃষ্টি লাভ করার পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে কাসান্দ্রা। ক্রুদ্ধ আপোল্লো অভিশাপ দিয়েছে তাকে হ্যাঁ, ভবিষৎ বলতে পারবে সে, কিন্তু তার ভবিষ্যদ্বাণী কেউ বিশ্বাস করবে না। তাই ত্রোয়ের পতন থেকে শু করে যতো সত্য তার ভবিষ্যদ্বাণী সে করেছে, অবিশ্বাসে সবই অগ্রাহ্য করেছে সবাই।

আবার দিব্যচোখে দেখলো কাসান্দ্রা - টুকরো টুকরো করে কাটা সন্তানদের মাংস পরিবেশন করছে পিতা থাইয়েস্তেস্‌কে; থাইয়েস্তেসের ভাই আত্রেউস। দেখলো আত্রেউসের স্ত্রীর সঙ্গে থাইয়েস্তেসের অবৈধ সম্পর্ক। আর দেখলো বিশ্বাসঘাতিনী এক নারীকে, যে স্বামীকে অভ্যর্থনা করলো মিথ্যাবাক্য দিয়ে, নিজের সাফল্যের আনন্দে হুলুধ্বনি দিলো, হত্যার অভিসন্ধি মনের কোটরে লুকিয়ে স্তোকবাক্যে নিয়ে গেলো স্বামীকে প্রাসাদের ভিতরে। বিশ্বাস হচ্ছে না পৌরপিতাদের না হবারই কথা। তবু তাকে বলে যেতে হবে। চোখের সামনে আগামেম্ননের মৃতদেহ দেখবে তারা, তার নিজের স্ত্রীর হাতে নিহত, যে স্ত্রী তার অনুপস্থিতিতে অন্যের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিল। সেই সঙ্গে তারা দেখবে - কাসান্দ্রার রক্তাক্ত মৃতদেহ।

দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের অভিজ্ঞান যে আবরণী আর অলংকার পরিধানে ছিল, সব খুলে মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে দিলো কাসান্দ্রা। কী হবে ও সব কী কাজে লেগেছে তার দিব্যদৃষ্টি শত্রু মিত্র কেউ বিশ্বাস করেনি তার কথা। শুধু জানার যন্ত্রণা! জেনেশুনে মৃত্যুর দিকে পা বাড়াচ্ছে সে, নিপায়। তবু একটা কথা সে জেনেছে। দেখতে পাচ্ছে সে - আর একজন আসছে, একজন, যে এখন বিদেশে, আসছে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে, তার হাত রঞ্জিত হবে মাতৃরক্তে। ত্রোয় গেছে, ত্রোয়ের ধবংসকারী যেতে চলেছে, এইবার যাবে কাসান্দ্রা নিজে।

এক পা এগোলো সে দরজার দিকে, পিছিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে, কণ্ঠে এক বোবা গোঙানি। রক্তের গন্ধ দেওয়ালে দেওয়ালে! ও তো পশুবলির কারণে - বললো পৌরপিতা। না, পশুবলি নয়, নরহত্যা। সমাধি থেকে উঠে আসছে এই গন্ধ!

আর একটি কথা, শেষ কথা কাসান্দ্রার সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে। দাসী সে এখন, তবু তার মালিকের হত্যার প্রতিশোধ যখন নেওয়া হবে রক্তে, তখন যেন প্রতিশোধে বন্দিনী কাসান্দ্রার হত্যারও অংশ থাকে।
স্থির পদক্ষেপে প্রাসাদে প্রবেশ করলো কাসান্দ্রা।

কোরাসের গানে এবার মানুষের ভাগ্যের কথা। হাজার সৌভাগ্যেও সন্তুষ্ট হয় না মানুষ, আরো চায়। এই রাজা, দেবতার ইচ্ছায় ত্রোয় তার, বিজয়মুকুট তার, নিরাপদ প্রত্যাবর্তন তার। আজ যদি রক্তপাতের পাপে তার রক্ত ঝরে, প্রতিশোধে রক্ত ঝরে তার হত্যাকারীদের, তবে কোন্ নশ্বর মানুষ দাবী করতে পারে জীবনব্যাপী সৌভাগ্য, অকলঙ্কিত সুনাম ।

আচম্বিতে ভিতরে আগামেম্ননের মৃত্যু-আর্তনাদ! আবার, আর একবার! পৌরপিতারা স্তম্ভিত, বিভ্রান্ত। ভিতরে যাবে ত

ারা না লোক ডাকবে না খোঁজ নেবে

খুলে গেলো প্রাসাদের দ্বার। রানি ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা, পদপ্রান্তে নিহত আগামেম্‌নন্‌-তার দেহ চাদরের সাথে জড়ানো। সে দেহের উপর পড়ে আছে নিহত কাসান্দ্রার শরীর।

ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। অল্পক্ষণ আগে, সময়ের উপযোগী
বহু মিথ্যা বলে গেছি আমি।
সে কথা স্বীকারে বিন্দুমাত্র নেই
সংকোচ আমার। বন্ধুরূপে মহাশত্রু এই -
কী করে নিধন হোতো এর, যদি আমি
না নিতাম মিথ্যার আশ্রয় আমার শিকার
এই কাপড়ের ফাঁদে না জড়ালে
কী করে সফল হোতো শত্রুবধ বহুদিন
চিন্তা করে এই পথ খুঁজে বেছে নিয়ে
আজ আমি বিজয়িনী, উদ্দেশ্য সফল হোলো আজ।
অবশ্যই - এ কাজ আমার! এই কাজে
আমারই কৃতিত্ব! পলায়ন, প্রতিরোধ
যাতে ব্যর্থ হয়, তাই এই চাদরের জালে
মাছের মতন ওকে বদ্ধ করে আমি
হেনেছি আঘাত - একবার, আর একবার!
একবার মরণ-চিৎকার, আর একবার, তারপর -
মৃত্যুর স্তব্ধতা। তবু আর একবার
তৃতীয় আঘাত। ধন্য তুমি দেবতা জেউস!
ধন্য তুমি পাতালের অধীশ্বর মৃত্যুর দেবতা!
দ্বাস আর্তনাদ কণ্ঠে ওর, দেহে ওর
রক্তের ফোয়ারা! সর্বাংগে আমার
ঝরেছে রক্তের ধারা - আমি উল্লসিত,
শস্যক্ষে ত্র যেন বৃষ্টিপাতে উজ্জীবিত
স্বর্গের বর্ষণে! পৌরপিতাগণ!
এ কীর্তি আমার! আনন্দিত অথবা বিষণ্ন -
কী হবে, তা তোমাদের দায়। এই ব্যক্তি
বহু অপকর্মে তার সুরাপাত্র ভরেছিল বিষে,
সে পাত্র রক্ষিত ছিল এই গৃহকোণে;
আজ ফিরে এসে আকণ্ঠ সে বিষ
নিজেই করেছে পান!

স্ত্রী হয়ে স্বামীকে হত্যা করে তার মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে এই নির্লজ্জ ঘোষণা! নিন্দায় মুখর হলো পৌরপিতারা। এই পাপে রানির উপযুক্ত দন্ড- নির্বাসন! কিন্তু ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা অকুণ্ঠিত। তার মতে - এ হত্যা নয়, এ ন্যায়বিচার; তার হাত বিচারের খড়্গ ধরেছে - এই মাত্র। আজ পৌরপিতারা তার বিচার করছে, কিন্তু তার গর্ভজাত কন্যাকে এই পাপী যেদিন

প্রবঞ্চনা করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল, সেদিন কোথায় ছিল তাদের বিচারবুদ্ধি সেদিন কি সেই সন্তানঘাতীর নির্বাসান দাবী করেছিল তারা আর যদি তারা বলপ্রয়োগে শাস্তিবিধান করতে চায় রানির, তবে দেখা যাবে কার শক্তি বেশি। রানির সংগী আয়েগিস্থুস্ জীবিত এবং উপস্থিত; আর এই রাজা এবং তার সর্বাধুনিক উপপত্নী মৃত পড়ে আছে।

পৌরপিতারা ক্রোধে ঘৃণায় মুখর, কিন্তু অক্ষম। একবার রাজার জন্য বিলাপ করে, যে রাজা এক নারীর কারণে দশ বছর সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে ফিরে মৃত্যুবরণ করলো আর এক নারীর হাতে; একবার দোষ দেয় ভ্রষ্টা হেলেনকে, যার জন্য এতো মানুষের মৃত্যু ট্রোয়ের প্রান্তরে, যার জন্য আর্গোসের রাজপরিবার আবার অভিশপ্ত। উত্তর প্রত্যুত্তর চলে। কোনো অভিযোগ, কোনো দোষারোপ মানতে রাজি নয় রানি। কোনো অপরাধবোধ নেই তার, নেই ভবিষ্যৎ প্রত্যাঘাতের কোনো আশংকা।

কোরাস ।। কার দ্বারা সমাধিস্থ হবে এই দেহ
কার কণ্ঠে উচ্চারিত হবে বিলাপের ধ্বনি
যথাযোগ্য স্তুতি কে শোনাবে মৃতের উদ্দেশ্যে
শোকবেশে কে হবে সজ্জিত হত্যাকারী নিজে

ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। সে দুশ্চিন্তা তোমাদের নয়। জীবনান্ত
হয়েছে আমার হাতে এর, মৃতদেহ মাটিচাপা দেবে
আমারই এ হাত। নগরের কোনোজন, এ গৃহের কেউ
মর্মরে ধাতুতে গড়া সমাধি প্রকোষ্ঠে
সাজাবে না এই দেহ; বিলাপে দেবে না কেউ
অন্তিম সম্মান। অবশ্য মৃত্যুর রাজ্যে
দ্বারপথে সমাদরে জানাবে আহ্বান
অকালে নিহত এর প্রিয়কন্যা। যদিও নীরবে,
মুখে যে বন্ধন তার!

এলো রানির প্রণয়ী আয়েগিস্থুস, থাইয়েস্তেসের একমাত্র জীবিত পুত্র সে। বর্ণনা করলো আগামেম্নন্-পিতা আত্রেউসের বীভৎস পাপকীর্তি। কেমন করে সে থাইয়েস্তেসের সন্তানদের হত্যা করে তাদের খন্ডিত মাংস অতি যত্নে পরিবেশন করে খাইয়েছিল তাকে। জানবার পর কেমন ভাবে থাইয়েস্তেস বমনে বমনে উদগীরণ করবার চেষ্টা করেছিল সেই মাংস, লাথি মেরে উল্টে ফেলেছিল ভোজসভার মঞ্চে, অভিশাপ দিয়েছিল - যেন এই ভেঙ্গে পড়া মেঝের মতোই পতন হয় আত্রেউসের বংশের। আজকের এই মৃত্যু সেই অভিশাপের পূর্তি। এই হত্যার পরিকল্পনা তার নিজের, প্রতিশোধ নিয়েছে থাইয়েস্তেসের পুত্র।

‘পাথর ছুঁড়ে বধ করবে তোমাকে আর্গোসের মানুষ!’ - গর্জে উঠলো পৌরপিতারা। আয়েগিস্থুস অবিচলিত। শিকল তার হাতে, চাবুক তার হাতে। বিদ্রোহী বৃদ্ধদের কীভাবে শাসন করতে হয়, তা তার জানা।

কলহ উদ্দাম হয়ে উঠলো। আয়েগিস্থুস ডাকলো সৈন্যদের। পৌরপিতারা বৃদ্ধ, তবু পিছু হঠলো না, তরবারি হাতে খেদাঁড়ালো। মরতে তারা প্রস্তুত।
বাধা দিলো রানি। আর রক্তপাত নয়।
পৌরপিতাদের শেষ আসা - ওরেস্তেস ফিরে আসবে। ততোদিন ন্যায়নীতি পায়ে দলে পুষ্ট হোক আয়েগিস্থুস্। মুরগীর স

ামনে মোরগের মতো পুচ্ছ নাচিয়ে আস্ফালন করে চলুক ।
শেষ এই অপমানবাক্য ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলো পৌরপিতারা।

ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। যেতে দাও। কুকুরের নিরর্থ চিৎকারে
কী বা আসে যায় তুমি আমি এই রাজ্যে
যুগ-কর্ণধার। কঠোর শাসনে বাধ্য হবে ওরা
যথাযোগ্য বিনতি জানাতে।
নৈবেদ্যবাহিনী

আর্গোস নগরের উপপ্রান্তে রাজা আগামেম্ননের সামান্য সমাধি - একটি মাটির স্তূপ শুধু। কাছে হের্মেসের অতি সাধারণ একটি মূর্তি। ওরেস্তেস দাঁড়িয়ে আছে সমাধির পাশে। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে বন্ধু পাইলাদেস। ভোর হচ্ছে।

ওরেস্তেস ।। ত্রাণকর্তা জেউসের প্রিয়পুত্র দেবতা হের্মেস,
ভূমিগর্ভে মৃত যারা, তাদের আত্মার তুমি
পথপ্রদর্শক, তুমি করো আমাকে উদ্ধার;
তোমার পিতার হয়ে পূর্ণ করো প্রার্থনা আমার।
দীর্ঘ নির্বাসন থেকে প্রত্যাবৃত আমি -
নিজরাজ্যে ফিরে চাই অধিকার। সংকল্পিত কাজ
আরম্ভের আগে আমি এইখানে, এই মাটিচাপা
সমাধির প্রান্তে এসে আবেদন করি -
শোনো, মৃত জনক আমার, শক্তি দাও;
সমর্থন দাও তুমি আমার প্রয়াসে।

মাথার চুলের দুটি গুচ্ছ কেটে একে একে রাখলো ওরেস্তেস সমাধির উপরে।

ওরেস্তেস ।। এক গুচ্ছ চুল পিতা অর্ঘ্য রাখি তোমার সম্মানে,
আর একটি গুচ্ছ রাখি ইনাকাস্‌ নদীর উদ্দেশ্যে,
যে নদীর সযত্ন লালনে
কেটেছে শৈশব। আজ আমি পরিণত।
বহুকাল গেছে কেটে, শোকাশ্রু এখানে।
হত হয়েছিলে তুমি যে মূহুর্তে প্রিয় পিতা,
উপস্থিত ছিলাম না আমি, জানাতে পারিনি তাই পদপ্রান্তে সেইক্ষণে শোকার্ত বিদায়।
ও কী, কারা আসে ? কালো আবরণে
সর্বাংগ আবৃত করে দলবদ্ধ নারী?
তবে কি আবার মৃত্যু ? আরো অশ্রুপাত
এই গৃহে ? অথবা কি যা ভেবেছি প্রথম দেখেই -
যেন শোভাযাত্রা করে আসে ওরা নৈবেদ্য সাজাতে
আমার পিতার সমাধিতে, যাতে শান্ত হয়
পাতালে মৃত্যুর উগ্র তেজ ? তাই হবে,

অন্য কিছু নয়। কিন্তু, ও কে ? কাকে দেখি ঐ ?
এলেক্‌ত্রা ! এলেক্‌ত্রা নিশ্চয় - ভগিনী আমার!
দেহ-আবরণ ওর
শোকে যেন আরো ঘন কালো।
মহান জেউস! আশীর্বাদ করো -
যেন নিতে পারি প্রতিশোধ পিতার হত্যার!
পাশে থেকে শক্তি দাও তুমি।
চলো পাইলাদেস, আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি -
কেন এলো এরা
তর্পণসামগ্রী সব থালায় সাজিয়ে।

ওরা অন্তরালে গেলো এলেক্‌ত্রা এলো, সঙ্গে দাসীদের কোরাস। তর্পণের নানা উপচার নিয়ে এসেছে তারা, সমাধির সামনে রাখলো সে সব। কোরাস গাইলোঃ

যদিও অন্যের আদেশে এনেছি মৃতের উদ্দেশ্যে এই অর্ঘ্য, তবু আমাদের দুঃখ কৃত্রিম নয়। আমাদের জীবনে হাসি নেই, আমাদের ব্যাথার বিরাম নেই।

মধ্যরাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে আর্তনাদ করে উঠেছে অন্দরমহলে এক নারী। স্বপ্নের মানে যারা বলতে পারে, তারা জানিয়েছে - মৃতের মধ্যে জীবন্ত আছে আত্রোশ, হত্যার প্রতিশোধ চাইছে, তাই আমাদের এখানে পাঠিয়েছে সেই নারী, যাকে দেবতারা ঘৃণা করে। পাঠিয়েছে পূজা দিতে। কিন্তু ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা, তোমার পাপকর্মে ঝরানো রক্ত যে মাটিতে, সেই মাটি পরিশুদ্ধ করবে কোন্ পূজা-অনুষ্ঠান?

সে এক দিন ছিল, যখন রাজভক্তির উৎস ছিল ভালোবাসায়। আজ রাজভক্তির ভিত্তি - ভয়। সাফল্য আজ মানুষের আরাধ্য দেবতা। কিন্তু যখন দিন আসবে, রক্তের দেনা শোধ হবে রক্তে, প্রতিষ্ঠিত হবে আবার ন্যায়ের জয়ধবজা।

আমরা বিদেশিনী। দেবতার বিধানে ধবংস হয়েছে আমাদের রাজ্য, বন্দিনী করে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের। এখন আমরা দাসী। আদেশে কাজ করতে হয় আমাদের, সে কাজ সৎ হোক আর অসৎ হোক। তীব্র ঘৃণা লুকিয়ে রাখতে হয় মনের গভীরে, ব্যথা গোপন রাখতে হয়।

এলেক্‌ত্রা বললো ঃ 'তোমরা বলে দাও, আমি এখানে কী করবো, কী বলবো। আমি কি বলবো - তোমার স্ত্রী, আমার মা, এই উপচার পাঠিয়েছে তার ভালোবাসার নিদর্শন ? অতো বড়ো মিথ্যা আসবে না আমার মুখে। না কি এই সব এইখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে যাবো পিছনে না তাকিয়ে ? বলো! তোমাদের ভাগ্যের থেকে আমার ভাগ্য আলাদা নয় আজ; একই ভয় একই ঘৃণা আমাদের মনে, তোমরা বলে দাও আমাকে।'

দাসীরা বললো, 'তুমি, আমরা, আরো যারা আছে আয়েগিস্থুর শত্রু, তাদের জন্য প্রার্থনা জানাও। আর স্মরণ করো ওরেস্তেসকে, যেন রক্তের বদলে রক্ত ঝরে।'

তাই করলো এলেক্‌ত্রা। দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাবার পর সমাধিস্থ পিতার কাছে আবেদন জানালো -

এলেক্‌ত্রা ।। তোমার আপন পুত্রকন্যা - ওরেস্তেস, আমি
গৃহচ্যুত আজ। আমাদের করেছে বিত্রয়
তোমার হত্যাকারী আমাদেরই মাতা,
আয়েগিস্থুস্‌ বিত্রয়ের দাম। দাসী হয়ে আছি আমি,
ওরেস্তেস্‌ নির্বাসিত, বঞ্চিত সে আপন সম্পদ থেকে,
যে সম্পদ তোমারই অর্জিত। সে সম্পদে
অলংকৃত ওরা - ঐ দুই উদ্ধত নির্দয়
নরনারী ।
পূর্ণ করো মনোবাঞ্ছা পিতা,
কোনো এক আশ্চর্য ভাগ্যের বলে
ওরেস্তেস্‌ ফিক এখানে।

আরো প্রার্থনা করলো এলেক্‌ত্রা, চাইলো পিতৃহত্যার ন্যায্য প্রতিশোধ। কোরাসের গানে এলেক্‌ত্রার প্রার্থনার প্রতিধবনি। সহসা এলেক্‌ত্রা দেখতে পেলো ওরেস্তেসের চুলের গুচ্ছ। আত্মীয় ছাড়া আর কে জানাতে পারে এমন সম্মান তার পিতার সমাধিতে ? চুল দেখে মনে হয় - এই পরিবারেরই কারো চুল। তবে কি ওরেস্তেস ফিরেছে ? কোন সাহসে ফিরবে? পাঠিয়ে দিয়েছে কাউকে দিয়ে? কিন্তু - এই যে পদচিহ্, তাতেও তো এলেক্‌ত্রার নিজের পায়ের গড়নের ছাপ!

ওরেস্তেস্‌ আর পাইলাদেস্‌ এইবার বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে।

ওরেস্তেস ।। আজ থেকে গর্ব করে বোলো - দেবতার কাছে
প্রার্থনা জানালে তুমি, সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

এলেক্‌ত্রা ।। কেন, কী ঘটেছে? কিসে হোলো সিদ্ধিলাভ?
কী তুমি বলতে চাও ?

ওরেস্তেস ।। বর্ষ বর্ষ ধরে
যে প্রার্থনা করে গেছো তুমি,
তার ফল সম্মুখে তোমার।

এলেক্‌ত্রা ।। আমার গোপন কথা জানো তুমি? জানো তুমি -
কী নাম লুকিয়ে আছে আমার অন্তরে?

ওরেস্তেস্‌ ।। শুধু এইটুকু জানি - তোমার হৃদয়
বারবার দীর্ণ হয় একখানি নামে,
সে নাম ওরেস্তেস্‌।

এলেক্‌ত্রা ।। যদি তাই হয়, কী উত্তর তার ?
ওরেস্তেস্‌ ।। এই আমি - এই তো উত্তর ।এর থেকে
কে আছে এখন আর আপন তোমার?

এলেক্ত্রা ।। এ কি কোনো ফাঁদ?
ওরেস্তেস ।। যদি তাই হয়, তবে সেই ফাঁদ আমি
পেতেছি নিজেই বন্দী হতে।
এলেক্ত্রা ।। এ কি পরিহাস ? - আমার যন্ত্রণা নিয়ে ?
ওরেস্তেস ।। এবং তা আমারও যন্ত্রণা। তোমার আমার
দুজনেরই একই দুঃখ, সমান যন্ত্রণা।
এলেক্ত্রা ।। ওরেস্তেস তুমি? এ কি সত্য হতে পারে?
ওরেস্তেস ।। চিনে নিতে এতো দেরী? অথচ এখনই
চুল দেখে পদচিহ্ দেখে কতো অনায়াসে
চিনেছিলে ভাইকে তোমার। তুলে নাও চুল,
এই দেখো, এইখানে কাটা, সযত্নে মিলিয়ে নাও।

আনন্দে উত্তেজনায় যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেলো সকলের মনে। মিলিতভাবে দেবরাজ জেউসের বন্দনা করলো তারা, তারপর মৃত পিতার। ওরেস্তেস জানালো - পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে দেবতা আপোল্লো আদেশ করেছে তাকে, না নিলে অনন্ত যন্ত্রণা পেতে হবে। যে অপদেবীদের দায়িত্ব পাপীকে শাস্তি দেওয়া, তারা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে চলবে তার শরীর মন। উন্মাদ করে দেবে তাকে, যদি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ সে না নেয়। আপোল্লোর মন্দিরে দেবতার প্রতিভূ কালদর্শী পুরোহিত তাকে জানিয়েছে এই কথা। দেবতার আদেশ, পিতৃশোক, রাজ্যচ্যুতির ক্ষোভ, ও সব ছাড়াও তার সংকলপ্তি কাজের একটা কারণ - দেশবাসীদের প্রতি সহানুভূতি, যারা ত্রোয় জয় করেছে নিজেদের বীরত্বে, আর আজ পদানত হয়ে আছে এক স্ত্রীলোকের। না, এক নয়, দুজন স্ত্রীলোকের - ক্লাইতেম্নেস্ত্রা আর আয়েগিস্থুস্।

এলেক্ত্রা, ওরেস্তেস্ আর দাসীদের কোরাস নিহত আগামেম্ননের সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানালো অনেকক্ষণ ধরে, শক্তি ভিক্ষা করলো দেবতার কাছে, পিতার কাছে; পাপীর শাস্তিবিধানের শক্তি, অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটাবার শক্তি। দীর্ঘ প্রার্থনা। অবশেষে দাসীরা মনে করিয়ে দিলো তাদের - এখন সময় এসেছে কাজের, কথা আর নয়। ওরেস্তেস তবু জানতে চাইলো, কী কারণে তাদের আজ পাঠানো হয়েছে এই সমাধিতে অর্ঘ্য দিতে, এই সব যৎসামান্য উপকরণ নিয়ে।

কোরাস ।। তবে শোনো, প্রত্যক্ষ দেখেছি -
মধ্যরাত্রে স্বপ্ন দেখে ত্রাসে বিকম্পিত এক
পাপীয়সী রমণীকে। তারই আদেশে
এইখানে আনা আজ এ উপকরণ।
ওরেস্তেস ।। জিজ্ঞাসা করেছো তাকে - সে দুঃস্বপ্ন
কী রকম ছিল?
কোরাস ।। সব খুলে নিজেই বলেছে। স্বপ্ন এই -
যেন সে দিয়েছে জন্ম একটি সাপের
ওরেস্তেস ।। তারপর ? না কি এটুকুই সব?
কোরাস ।। সদ্যোজাত শিশুর মতোই
কাপড়ে জড়িয়ে তাকে যত্নে রেখেছিল।
ওরেস্তেস ।। কী আহারে হয়েছিল ক্ষুধার নিবৃত্তি
নবজাত দানবের?

কোরাস ।। স্বপ্নে তাকে দিয়েছিল স্তন্যদুগ্ধ নিজে।
ওরেস্তেস ।। হয়নি আহত তার বিষাক্ত দংশনে?
কোরাস ।। অবশ্যই। রক্ত শুষে নিয়েছিল সাপ
দুধের মিশ্রণে।
ওরেস্তেস ।। ও স্বপ্ন প্রেরিত। আগামেম্‌নন্‌, স্বামী তার,
এই স্বপ্ন করেছে প্রেরণ।
কোরাস ।। চিৎকারে ভেঙ্গেছে ঘুম, ভয়ানক ত্রাসে
ঘর্মাক্ত কম্পিত দেহ। প্রাসাদের ঘরে ঘরে
অলিন্দে অঙ্গনে বহু দীপ জ্বালা হোলো
সাহস ফেরাতে। তৎক্ষণাৎ দিলো সে পাঠিয়ে
সন্ত্রয়ন উপাচার এই সমাধিতে
আমাদের হাতে হাতে, একেবারে মূলে
যাতে হতে পারে প্রতিরোধ ও বিষের।

ওরেস্তেস বুঝলো এ সাপ সে নিজে। বুঝলো - তাকেই হতে হবে এই সাপ। স্বপ্নের তাই নির্দেশ। কিন্তু কী উপায়ে? ওরেস্তেস বললো - কৌশলে হত্যা করেছে ওরা আগামেম্‌নন্‌কে, কৌশলেই তার প্রতিশোধ নিতে হবে। এলেক্‌ত্রা ফিরে যাক প্রাসাদে, কোনো সন্দেহ যেন না ওঠে। ওরেস্তেস আর পাইলাদেস যাবে বিদেশী সেজে, আতিথ্য চাইবে। ইচ্ছা না থাকলেও লোকলজ্জায় আতিথ্য করতে হবে তাদের। একবার ভিতরে যেতে পারলে উদ্দেশ্য সফল হবেই।

ওরা তিনজন চলে গেলো। দাসীদের কোরাস তাদের গানে স্মরণ করলো ইতিহাসের তিনটি ঘটনা - নারীর প্রেমের অথবা ঘৃণার দুর্দমনীয় আবেগ কী জঘন্য অপরাধের জন্ম দিতে পারে, যার কাছে ঝড়ঝঞ্ঝা প্রলয়ের শক্তি তুচ্ছ। তিনটি কাহিনী, তিনজন হত্যাকারী নারী, পুত্রহত্যা, পিতৃহত্যা, পতিহত্যা - এই তিন পাপের কাহিনী। কিন্তু হত্যার শাস্তি মৃত্যু, দেবতার এই ন্যায়বিচার শেষে কেউ রোধ করতে পারে না।

দৃশ্যান্তর। প্রাসাদের বহির্দ্বারের সামনের অঙ্গন। ওরেস্তেস আর পাইলাদেস এসে দ্বারে করাঘাত করলো। যে ভৃত্য দরজা খুললো, তাকে বললো গৃহস্বামীকে ডাকতে, সংবাদ এনেছে তারা।

খবর পেয়ে এলো রানি ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা। ওরেস্তেস বললো, সে বিদেশী বণিক, বাণিজ্য করতে এসেছে আর্গোসে। পথে দেখা হয়েছিল তার স্ত্রোফিউস নামে একজনের সঙ্গে। সে বলেছে - ওরেস্তেস মৃত, সেই খবরটা সে যেন ওরেস্তেসের পিতামাতাকে জানিয়ে দেয়, যখন আর্গোসে যাবে সে।

ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা হাহাকার করে উঠলো, যেন তার শেষ ভরসা চলে গেছে। তবু সে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালো, ব্যবস্থা করে দিলো তাদের আহার-নিদ্রা। ওরা প্রাসাদের ভিতরে গেলো।

দাসীদের কোরাস তটস্থ, কিন্তু ওরেস্তেসদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। ভিতর থেকে বৃদ্ধা এক ধাত্রী বেরিয়ে এলো কাঁদতে কাঁদতে। ওরেস্তেসকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে, তার মৃত্যুসংবাদে বিচলিত সে। এখন রানির আদেশে সে যাচ্ছে আয়েগিস্থুসকে ডাকতে, যে এই গৃহের অভিশাপ এবং লজ্জা, যে উল্লসিত হবে ওরেস্তেসের মৃত্যুসংবাদ শুনে।

দাসীরা তাকে প্রশ্ন করলো, আয়েগিস্থুস কি একা আসবে, না সশস্ত্র অনুচরদের নিয়ে? ধাত্রী বুঝতে পারলো না তাদের প্রশ্ন।

একা কেন আসবে? দাসীরা তাকে বললো, ওরেস্তেসের মৃত্যুর কথা যেন আয়েগিস্থুসকে না বলে সে। এবং তাকে যেন অনুরোধ করে একা আসতে। যাতে বিদেশীরা নিঃশঙ্কায় তাকে দিতে পারে নতুন আনা সংবাদ। সবটা না বুঝলেও রাজি হয়ে চলে গেলো ধাত্রী। কোরাস গাইলো ঃ

দেবরাজ জেউস! প্রতিষ্ঠা করো তোমার ন্যায়বিচার, সুশাসন যারা চায়, তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করো। রাজপুত্র প্রাসাদের ভিতরে, তার মুখোমুখি, হে জেউস, এনে দাও শত্রুকে। এই অভিশপ্ত প্রাসাদ ত্রাসের খাঁচায় বন্দী, মুক্ত করো একে। আপোল্লো, আশীর্বাদ করো যেন এই গৃহ ধুলো থেকে মুখ তুলে দাঁড়ায় নিজের মহিমায়, বরণ করে নেয় তার প্রকৃত স্বামীকে। হের্মেস্, সহায় হাও, আমাদের দুঃখের হাহাকার যেন জয়ধবনিতে পরিণত হয়। সারা রাজ্য যেন মুক্তি পায়। ভয় থেকে, অত্যাচার থেকে। ওরেস্তেস, কঠিন করো তোমার হৃদয়; যখন সময় আসবে, হত্যা করো ওকে। যদি ও কেঁদে বলে, 'ওরেস্তেস, সন্তান আমার', জবাবে বোলো, 'হ্যাঁ, সন্তান, আমার পিতার!' তোমার কঠিন কাজ সমাধা করো ওরেস্তেস; ও নিয়তির বিধান, কেউ দোষ দেবে না তোমাকে। আত্রেউসের এই গৃহের কলুষ চিরকালের মতো ধুয়ে ফেলো রক্তে। অভিশাপ শেষ হোক।

এলো আয়েগিস্থুস। শুনেছে সে, কারা যেন ওরেস্তেসের মৃত্যুর খবর এনেছে। সে মৃত্যুর দায় এই গৃহের উপর অবশ্যই চাপানো চলে না, অনেক প্রাচীন হত্যার ওজন এখনই রয়েছে এই পরিবারের উপর। তা ছাড়া, এ সংবাদ কি সত্য? না নিছক জনশ্রুতি?

দাসীরা বললো, খবর তারাও শুনেছে, কিন্তু যারা খবর এনেছে তাদের সরাসরি প্রশ্ন করাই ভালো। ভিতরেই আছে তারা। সেই ভালো, ভিতরে গিয়ে আয়েগিস্থুস জিজ্ঞাসা করবে বিদেশী আগন্তুকদের - তারা প্রত্যক্ষদর্শী, না শুধু গুজব শুনেছে? ভিতরে গেলো আয়েগিস্থুস। কোরাস গাইলো ঃ

কী প্রার্থনা করবো আমরা এখন, মহান জেউস? বলি প্রস্তুত, খড়্গ উদ্যত, কীভাবে শেষ হবে এই দিনটা? আগামেম্ননের সম্পূর্ণ বংশলোপ, না মুক্তির উজ্জ্বল আগুন?

ভিতরে মৃত্যু-আর্তনাদ!
কার কণ্ঠস্বর ? কার জয় হোলো? কে এখন ও প্রাসাদের মালিক?

আবার দৃশ্যান্তর। প্রাসাদের ভিতরের অঙ্গন, দুদিকে দুই দ্বার। অতিথিশালা থেকে ছুটে এলো এক ভৃত্য চিৎকার করতে করতে। 'প্রভূ মৃত, আয়েগিস্থুস মৃত। দরজা খোলো, খুলে দাও অন্দরের দ্বার, কোথায় আছে রানি ক্লাইতেম্নেস্ত্রা? তারও প্রাণ সংশয়!'

ক্লাইতেম্নেস্ত্রা বেরিয়ে এলো অন্দরমহল থেকে।
ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। কী ঘটেছে? কেন এই অশিষ্ট চিৎকার?
ভৃত্য ।। হত্যা ! হত্যা ! যে মৃত, সে বেঁচে ফিরে এসে
জীবিতকে করে দিলো শেষ!
ক্লাইতেম্নেস্ত্রা ।। যে মৃত সে - ? হা ঈশ্বর! বুঝেছি এখন !
কৌশলে করেছি হত্যা, কৌশলেই আজ
যাবে প্রাণ আমাদের ! যাও, ছোটো,
অস্ত্র এনে দাও ! জয় কিংবা পরাজয় -

দেখি একবার, শেষবার! দীর্ঘ তিক্ত কাহিনীর
এই বুঝি শেষ পরিচ্ছেদ!

ভৃত্য ছুটে চলে গিয়েছিল আদেশ পেয়ে, কিন্তু সে ফেরার আগেই ওরেস্তেস এলো তরবারি হাতে।

ওরেস্তেস ।। হ্যাঁ তোমাকে, তেমাকেই চাই। অন্যজন
পড়ে আছে ঐ ঘরে ঋণমুক্ত হয়ে।
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। আয়েগিস্থুস! বেঁচে নেই তুমি?
শক্তি কিছু ছিল না কি বাকি?
ওরেস্তেস ।। বড়ো প্রিয় মনে হয় ঐ ব্যক্তি?
ভালো কথা, অতি শীঘ্র হবে ওর পাশে
তোমার শয়ন - সমাধির অন্ধকারে!
অবিচল বিশ্বস্ততা ওর প্রতি থাকবে তোমার,
ও যদিও মৃত্যুতে নিশ্চল।
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। নামাও তোমার অস্ত্র ! পুত্র তুমি!

ওরেস্তেস নড়লো না এক চুল। পাইলাদেস এলো। ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা নতজানু হয়ে বসলো।

ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। পুত্র তুমি, গর্ভের সন্তান! এই দেখো -
এক বুক, এইখানে মাথা রেখে ঘুমিয়েছো তুমি,
এইখানে স্তন্যপান করে পেয়েছো জীবন
পেয়েছো বাঁচার শক্তি!
ওরেস্তেস ।। পাইলাদেস, বলে দাও - কী করবো আমি?
মাতৃহত্যা ভয়ংকর! দয়া কী সম্ভব?
পাইলাদেস ।। আপাল্লোর আদেশের কী হবে তাহলে।
কিসে রক্ষা হবে শপথ তোমার?
মানুষকে শত্রু করো, যদি প্রাণ চায়,
দেবতাকে নয়।
ওরেস্তেস ।। তবে তাই হোক, যুক্তিযুক্ত তোমার বিচার।
- চলো তুমি, মৃত্যু হোক তার পাশে,
যাকে তুমি দিয়েছিলে আমার পিতার স্থান
আসনে শয্যায় যখন সে বেঁচে ছিল,
আজ তার মৃত্যুর শয্যায় চলো তুমি শুতে!
তাকেই তো ভালোবেসেছিলে? তোমার ভালোবাসায়
যার ছিল অধিকার, সে শুধু পেয়েছে ঘৃণা!
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। আমি তোকে দিয়েছি জীবন! আমাকে বাঁচতে দে!
ওরেস্তেস ।। তোমাকে বাঁচতে দেবো? এইখানে? আমার এ গৃহে?
আমার পিতার হত্যাকারী, তোমাকে বাঁচতে দেবো আমি?
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। সে ছিল নিয়তি! ওরে আমি দোষী নই!

ওরেস্তেস ।। আর এই মৃত্যু তবে সেই নিয়তিরই
অমোঘ বিধান।
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। নেই তোর
মাতৃ-অভিসম্পাতের ভয়?
ওরেস্তেস ।। মাতা তুমি? জন্ম দিয়ে
দূর করে দিয়েছিলে দুঃখের জীবনে!
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। ঝিস্ত বন্ধুর ঘরে গিয়েছিলি তুই,
দূর করা বলে তাকে ?
ওরেস্তেস ।। জন্মেছি স্বাধীন আমি, বিত্রয় করেছো তুমি
আমার শরীর, আমার পৈতৃক অধিকার!
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। বিত্রয় করেছি? কী দাম পেয়েছি তার?
ওরেস্তেস ।। কী দাম পেয়েছো ? তার নাম এই জিভে
বেধে যায়, লজ্জায় রক্তিম হয় মুখ!
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। পিতা কি নিষ্পাপ তোর ? আমার পাপের পাশে
তার পাপও মিলিয়ে দেখিস!
ওরেস্তেস ।। চুপ করো! যুদ্ধে সে করেছে ক্ষয়
নিজের জীবন, তুমি ছিলে ঘরে বসে।
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। ঘরে বসে ঘরণীর দুঃখকষ্ট
বিন্দুমাত্র কম নয়।
ওরেস্তেস ।। ঘরণীর ভরণপোষণে পুষের পরিশ্রম।
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। আপন জননী - তাকে হত্যা করা
একেবারে স্থির?
ওরেস্তেস ।। হত্যা নয়, তোমার নিজের হাতে হত হবে তুমি!
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। সাবধান! মাতৃ-অভিশাপ! দেবতার প্রতিনিধি
অপদেবী প্রেতিনীরা মুক্তি তোকে কখনো দেবে না!
ওরেস্তেস ।। যদি থেমে থাকি, পিতৃ-অভিশাপ থেকে
কীভাবে রক্ষা পাবো বলো?
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। এ যেন জীবিত থেকে আমি, শোকের বিলাপ
করে যাই নিজেরই মৃত্যুতে! সব বৃথা!
ওরেস্তেস ।। বৃথা সব। নিয়তির নিশ্বাসের বায়ু
আমার পিতার মৃত্যু থেকে বয়ে এসে
তোমার মৃত্যুতে হবে শেষ।
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। হা দেবতা ! এই সেই সাপ, জন্ম যার
দুঃস্বপ্নে দিয়েছি আমি, করিয়েছি স্তন্যপান!
ওরেস্তেস ।। ভবিতব্য এঁকে গেছে ঐ স্বপ্ন
নিখুঁত ছবিতে। করেছিলে অধার্মিক অপরাধ,
অধার্মিক এই পথে শাস্তি হোক তার।

তরবারির অগ্রাভাগে জননীকে অতিথিশালার ভিতরে নিয়ে গেলো ওরেস্তেস। পাইলাদেস গেলো তার সঙ্গে। দাসীদের

কোরাস কাঁদলো দুজনেরই জন্য। দুজনেই কলুষিত। তবু রাজকুমার অতীত পাপের শাস্তি দিতে কলুষিত হচ্ছে। তাদের সহানুভূতি তার দিকে। আর আশা - আর্গোস যেন মৃত্যুতে ডুবে না যায়।

ন্যায়বিচার । যে বিচারে সবংশে ধবংস হয়েছে রাজা প্রিয়াম্, সেই বিচারে এই প্রাসাদে আজ যুগল মৃত্যু। দুটি অত্যাচারী শাসক শোষক। দেবতার নির্দেশ সঠিক। জয়ের আনন্দ করো! আর্গোস আজ মুক্ত। আবার সমৃদ্ধ হবে আর্গোস । শিকল ছিঁড়ে গেছে। ওঠো, উঠে দাঁড়াও, মুখ তুলে চাও, আনন্দ করো। অভিশাপ শেষ, ভাগ্য ফিরেছে এই অভিশপ্ত গৃহে।

দৃশ্যান্তর। আয়েগিস্থুস আর ক্লাইতেম্নেস্ত্রার নিহত দেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরেস্তেস। ভৃত্যরা তুলে ধরলো এক রক্তমাখা চাদরে জড়িয়ে আগামেম্ননকে হত্যা করেছিল ক্লাইতেম্নেস্ত্রা। সবাইকে ডেকে দেখালো ওরেস্তেস। দেখালো হত্যাকারীদের মৃতদেহ। তার জন্মগত অধিকার লুণ্ঠন করেছিল যারা, তাদের মৃতদেহ। বর্ণনা করলো তাদের ঘৃণিত চক্রান্ত, কেমন করে বন্য পশুর মতো চাদরের ফাঁদে ফেলে তারা হত্যা করেছে তার পিতাকে। স্ত্রী হত্যা করেছে নিজের স্বামীকে নীচ বিশ্বাসঘাতী পদ্ধতিতে। দেবতা দেখুক-কী জঘন্য পাপের শাস্তি দিতে ওরেস্তেস বাধ্য হয়েছে মাতৃহত্যা করতে, যেন সে সাক্ষ্য দেয় যখন তার বিচার হবে এর জন্য।

ওরেস্তেস ।। তার পাপ, শাস্তি তার - যন্ত্রণা আমার !
জয় হোলো, সেই জয়ে কলুষিত আমার জীবন!
কোরাস ।। এ মর্ত্যে এমন কোনো মানুষ পাবে না,
যন্ত্রণাবিহীন যার সমস্ত জীবন।

ওরেস্তেস এখন যেন এক রথের সারথি, যে রথের অশ্বযূথের উন্মত্ত গতি সামলাতে পারছে না তার দুর্বল হাত। ত্রাসে ছেয়ে যাচ্ছে তার মন। উন্মাদ হয়ে যাবার আগে সে তার সমর্থকদের বলে যেতে চায়, জননীকে হত্যা করে কোনো পাপ সে করেনি, কারণ তার সেই জননী ছিল স্বামীহত্যায় কলুষিত, দেবতা-ঘৃণিত। তাছাড়া দেবতা আপোল্লো তার পুরোহিতের মাধ্যমে তাকে জানিয়েছে - ও কাজের জন্য সে দোষী হবে না, বরং না করলেই হবে। সুতরাং এখন সে যাবে আপোল্লোদেবের মন্দিরে আশ্রয় নিতে, ধরনা দিতে, কারণ আপন পরিবারের রক্তপাতের পাপে নির্বাসিত হতেই হচ্ছে তাকে পরিশুদ্ধি পর্যন্ত। কিন্তু সবাই সাক্ষী থাক, এই হত্যা সে নিছক নির্মমতার জন্য করেনি, করেছে দেবাদেশে।

কোরাস ।। কেন এই অশুভ ইঙ্গিত ? সাফল্য তোমার!
অত্যাচারী দুই পশু নিপাতিত
তোমার কীর্তিতে, আর্গোসের জনগণ মুক্ত আজ,
তবে কেন কুলক্ষণ তোমার কথায়?
ওরেস্তেস ।। ঐ ! ঐ ! দেখো দেখো, চেয়ে দেখো!
ঐ আসে পিশাচীর মতো ধূসর চাদরে
সারা দেহ মুড়ে । ঐ দেখো - কোমরে গলায়
জড়িয়ে রয়েছে কতো বিষধর সাপ!
ভয়ংকর! ভয়ংকর! আমি যাই, পালাই পালাই!
কোরাস ।। অলীক ও কোন্ ছবি ফুটে ওঠে
তোমার মনের দৃষ্টিপটে ? জয়ী তুমি,
কী ভয় তোমার? থাকো এইখানে।
ওরেস্তেস ।। না না, এ কল্পনা নয়! আমি চিনি -

জীবন্ত বিভীষিকা, আমার মায়ের রক্তপাতে
উজ্জীবিত হয়ে ওরা ঐ আসে প্রতিশোধ নিতে!
কোরাস ।। এখনো তোমার হাতে রক্ত লেগে আছে,
তাই বুঝি বিচলিত মন। এ তো স্বাভাবিক!
ওরেস্তেস ।। আপোল্লো আপোল্লো ! ঐ দেখো - আরো আসে !
রক্তমাখা চোখে পুঁজ ঝরে!
কোরাস ।। তবে যাও দ্রুত যাও, শুদ্ধ হও আপোল্লোর
পবিত্র মন্দিরে। তোমার যন্ত্রণা
প্রশমিত হতে পারে একমাত্র তার ক্ষমতায়।
ওরেস্তেস ।। আমি জানি - তোমাদের চোখে
এরা কেউ পড়ছে না ধরা। কিন্তু আমি
চাবুকে চাবুকে বিতাড়িত! সহ্যের অতীত!
আমি যাই - পালাই! পালাই!

যন্ত্রণার আর্ত চিৎকারে ছুটে চলে গেলো ওরেস্তেস। কোরাস তার মঙ্গল কামনা করলো দেবতার কাছে, শান্তি ভিক্ষা করলো তার জন্য। বারবার তিনবার - সেই পুরাতন অভিশাপ এই রাজপ্রাসাদে প্রলয় এনেছে। এবার সেই প্রলয়ের শান্ত হবার কথা। প্রথম অভিশাপ এনেছে থাইয়েস্তেসের নিহত সন্তানরা, তারপর কুচক্রে নিহত গ্রীকবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাজা আগামেম্‌নন্‌। আর এখন -

কোরাস ।। আবার, তৃতীয়বার হত্যা ঘটে গেলো।
শ্বাস নিদ্ধ করে অপেক্ষায় আছি -
মুক্তি এইবার? না কি আরো মৃত্যু আছে বাকি?
প্রতিশোধ কবে ক্ষান্ত হবে? কতোদিনে?
এ বংশের অভিশাপ কবে হবে শেষ
অনন্ত বিশ্রামে?

এউমেনিদেস

দেল্‌ফি নগরে আপোল্লোদেবের মন্দির। পিছনে পর্দা। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো প্রধান যাজিকা। বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করে ঘোষণা করলো এই বিশেষ মন্দিরের বিশেষত্ব। এখান থেকে দেবতা আপোল্লো ভবিষৎ ঘোষণা করে, কত উদ্‌ঘাটন করে, প্রধান যাজিকার মাধ্যমে।

পর্দার পিছনে গেলো সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ার্ত চিৎকার করে আবার বেরিয়ে এলো। ভিতরে সে দেখেছে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এক ত্রাণপ্রার্থী বসে আছে বেদীর উপর, হাতে তার রক্তমাখা তরবারি, আর তার আশেপাশে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে একদল স্ত্রীলোক। না না, স্ত্রীলোক নয়, প্রেতিনী! অতি বীভৎস করালদর্শন পিশাচী যেন। আপোল্লো রক্ষা কক তার নিজের মন্দির!

আবার ভিতরে গেলো সে। পর্দা সরে গেলো। ত্রাণপ্রার্থী ওরেস্তেস বসে আছে বেদীমূলে। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুই দেবতা - জেউসপুত্র আপোল্লো আর হের্মেস। ঘুমিয়ে আছে বারোজন শাস্তিবিধানকারী অপদেবীদের কোরাস।

আপোল্লো আশ্বাস দিলো ওরেস্তেসকে - তাকে ত্যাগ করেনি সে। এই সব নারকীয় অপদেবী, যাদের দেবতা আর মানুষ সমানভাবে ঘৃণা করে, যারা এতোদিন তাকে অনুসরণ করে অনির্বার যন্ত্রণা দিয়ে গেছে, তারা এই মুহূর্তে নিদ্রাবিষ্ট। এখন ওরেস্তেস পালাক, চলে যাক আথেন্সে, সেখানে নগরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী পাল্লাস আথেনের মন্দিরে ধরনা দিক মূর্তির পা জড়িয়ে। সেই মন্দিরে বিচার হবে। আপোল্লোর আদেশে ওরেস্তেস মাতৃহত্যা করেছে। আপোল্লো বিচারে তার পক্ষ সমর্থন করে তাকে রক্ষা করবে।

আপোল্লোর নির্দেশে হের্মেস সহচর হয়ে নিয়ে গেলো ওরেস্তেসকে। আপোল্লো চলে গেলো মন্দিরের ভিতরে। আবির্ভাব হোলো ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রার প্রেতাত্মার।

ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। এখনো ঘুমিয়ে আছো ? জাগো ! জাগো!
ঘুমে যদি ডুবে থাকো, কোন্ কাজ হবে
তোমাদের দিয়ে ? তোমাদের অবজ্ঞার ফলে
অন্য মৃতদেহ মাঝে আমি গণ্য দোষী বলে,
হত্যাকারী বলে। অথচ যে তরবারিঘাতে
আমার নিজের পুত্র হেনেছে আমাকে, তার জন্য
কোনো দোষারোপ নেই কারো কণ্ঠে !
এই দেখো, সুগভীর ক্ষত হৃৎপিন্ডের নীচে !
বলো, কার ছিল সেই তরবারি ?
দিনের আলোয় শুধু দেখা যায় বাইরের রূপ,
ঘুমন্ত মনের চোখে আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,
চেয়ে দেখো সেই চোখ দিয়ে। কতোদিন
সুস্বাদু সুপেয় অর্ঘ্য তোমাদের ভোগে
দিয়ে গেছি আমি, অন্য কোনো দেবতার
কোনো ভাগ ছিল না সে ভোগে।
আজ দেখি - সে নৈবেদ্য পায়ে পায়ে দলে
তোমরা নিষ্পিয়! আর সেই জন
ফাঁদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে
হরিণের মতো ধাবমান, চলে গেছে দূরে
তোমাদের কালো মুখে অবজ্ঞার কর্দম ছিটিয়ে!
গভীর-পাতালবাসী নারকীয় শক্তি সব,
শোনো ! শোনো শোনো অপদেবীগোষ্ঠী,
ঘুমের গহন থেকে শোনো - আমি ডাকি !
আমি রানি ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা, ডাকি তোমাদের !

কোরাস ঘুমের মধ্যে চাপা গর্জন করে উঠলো কুকুরের মতো।

ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। শুধুই গুঞ্জন ? ইতিমধ্যে শিকার উধাও !
ওর বান্ধবেরা রক্ষা করে ওকে, আমার সহায়

ঘুমে অচেতন সব !

আবার চাপা গর্জন।

ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। ঘুম, ঘুম, শ্রান্তি, অবসাদ !
তোমাদের সব রোষ, সব হিংস্র শক্তি
শুষে নিয়ে গেছে ওর দুই চতুর বান্ধব !
কোরাস (ঘুমের মধ্যে)।। ধরো, ধরো ওকে ! ধরো ধরো ধরো !
সাবধান ! পালাতে দিও না, ধরো ধরো !
ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রা ।। চমৎকার ! শিকারী কুকুর ঘুমে মজে
স্বপ্নে করে শিকারের অভিযান ! ঘুমে ঢলে
আমার যন্ত্রণা গেছো ভুলে ? এতো ক্লান্তি ?
ওঠো, জাগো, উপযুক্ত শাস্তি দাও ওকে !
তীব্র যন্ত্রণায় বিদ্ধ করো অবিরাম ওর প্রাণমন !
মুহূর্তের স্বস্তি যেন না জোটে কখনো
ওর ভাগ্যে ! দগ্ধে দগ্ধে শেষ করো ওকে
বিষাক্ত নিশ্বাসে !

অদৃশ্য হোলো ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রার প্রেতাত্মা। অপদেবীরা জেগে উঠলো। ক্রুদ্ধ হতাশায় গর্জে উঠলো তারা ঃ

প্রবঞ্চিত আমরা ! এতোদিনের বিনিদ্র প্রচেষ্টা ব্যর্থ, আমাদের জন্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ ! জেউসপুত্র আপোল্লো, কী রকম দেবতা তুমি ? ধর্মদ্রোহী এক মাতৃঘাতীকে বাঁচাতে তুমি ন্যায়বিচার পদদলিত করেছো ! ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে শুনেছি তীক্ষ্ণ অভিযোগ, যেন কশাঘাত। আপোল্লো, তোমার এই অন্যায় কাজে দেববিধান ভঙ্গ করেছো তুমি, নিজের বেদী কলুষিত করেছো, অমোঘ নিয়তিকে ব্যাহত করেছো, আমাদের শত্রু হয়েছো। কিন্তু ওরেস্তেস রক্ষা পাবে না, কিছুতেই না !

মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো ধনুর্ধারী আপোল্লো। রূঢ়স্বরে কঠোর ভাষায় আদেশ করলো অপদেবীদের মন্দির ছেড়ে চলে যেতে। দেবঘৃণিত, নরকের জীব তারা, ছিন্নভিন্ন অস্থি মাংস মজ্জা অন্ত্র ক্লেদ পঙ্কের মধ্যে বাস তাদের, সেইখানেই ফিরে যাক তারা।

কোরাস জবাব দিলো - তাদের এই কাজ, মাতৃঘাতীকে যন্ত্রণায় অস্থির করে তাড়িয়ে বেড়ানো। সেই কর্তব্যে বাধা দিয়ে মাতৃহন্তাকে বাঁচানো উচিত নয় আপোল্লোর।

আর যখন স্ত্রী তার স্বামীকে হত্যা করে ?

স্বামী-স্ত্রী রক্তের বন্ধনে আত্মীয় নয় - আপোল্লোর প্রশ্নের সোজা উত্তর অপদেবীদের।
জেউস-হেরার বিবাহবন্ধনকে অপমান করলে তোমরা ঐ কথা বলে, প্রেমের দেবী আপ্রোদিতেকে অপমান করলে ! তোমাদের চোখে ওরেস্তেস অপরাধী, আর তার স্বামীহন্তা মা নির্দোষ ! পাল্লাস আথেনে বিচার করবে এর।

বিতাড়িত হোলো কোরাস, কিন্তু মাতৃহন্তা ওরেস্তেসকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না তারা, এই কথা বলে গেলো যাবার অ

াগে। আপোল্লো আবার মন্দিরে প্রবেশ করলো।

দৃশ্যান্তর। আথেন্স নগরে আথেনের মন্দির। ওরেস্তেস এসে নতজানু হোলো দেবীমূর্তির সামনে। দেবী, আমি তোমার শরণ নিলাম দেবতা আপোল্লোর নির্দেশে। রক্তশুদ্ধির যা নিয়ম আছে, আচার-অনুষ্ঠান আছে, সবই পালিত হয়েছে ইতিমধ্যে। দেশে দেশে জলে স্থলে দীর্ঘ ভ্রমণের পর তোমার পবিত্র মন্দিরে এসেছি শেষ বিচারের জন্য।

অপদেবীদের কোরাস এসে হাজির হোলো কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে আবিষ্কার করলো ওরেস্তেসকে।

কোরাস ।। ঐ তো, ঐ তো সেই পাপী ! ঐ দেখো,
দেখে নাও ভালো করে - ঐ বসে আছে !
প্রতি দ্বার রক্ষা করো, শাস্তি এড়িয়ে
হত্যাকারী পালাতে না পারে ! ঐ দেখো
প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে দেবীমূর্তি,
আবার আর একবার পেয়েছে আশ্রয়,
বিচারের অপেক্ষায় আছে।
কোনো আশা নেই, নেই বিন্দুমাত্র
রক্ষার উপায় ! মাতৃরক্ত একবার
সিক্ত যদি করে ভূমি, কার সাধ্য
মোছে সেই রক্তের কলুষচিহ্ ?
এখন তোমার উষ্ণ রক্তে
আমাদের অধিকার । দাও দাও, পান করি,
তোমার মাতার রক্তঋণ শোধ করো নিজ রক্তে !

কাতর আবেদন জানালো ওরেস্তেস দেবী আথেনের কাছে। অপদেবীরা হিংস্রকণ্ঠে বললো - আপোল্লো আথেনে কারো সাধ্য নেই তোমাকে বাঁচায়। তুমি আমাদের অধিকারে। বেদীমূলে বলি দেওয়া হবে না তোমাকে, জীবন্ত তোমার মাংস ছিঁড়ে খাবো আমরা, জীবন্ত তোমার রক্ত শুষে পান করবো। রাত্রির গর্ভে জন্ম আমাদের, আত্মীয়হত্যার অপরাধে রক্ত কলুষিত যে মানুষ, তাকে শাস্তি দেওয়া আমাদের দায়িত্ব, আমাদের অধিকার। দেবতাদের ভবনে-মন্দিরে আমাদের স্থান নেই, তাদের ভোজসভায় নিমন্ত্রণ নেই আমাদের, পাতালের অন্ধকার গহ্বর আমাদের বাসভূমি, কিন্তু দেববিধান অনুযায়ী যা আমাদের জন্মগত অধিকার, তা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

আবির্ভাব হোলো দেবী আথেনের। এ কী দেখছি আমি? এ কোন্ শরণার্থী আমার মূর্তি জড়িয়ে বসে আছে? আর তোমরা - না দেবদেবী না মর্তের মানুষ, কে তোমরা ?

কোরাস ।। জেউসের কন্যা, শোনো, সংক্ষেপে বলি,
আদিম রাত্রির গর্ভে জন্ম আমাদের,
ভূগর্ভে নিবাস, অভিশাপ নামে পরিচিত।
আথেনে ।। চিনি তোমাদের জাতি, জানা আছে তোমাদের নাম।
কোরাস ।। স্বাভাবিক। এইবার শোনো তবে
আমাদের 'পরে আছে কী কাজের ভার।

আথেনে ।। শুনবো নিশ্চয়, বলো পরিষ্কার করে।
কোরাস ।। ঘাতকের বিতাড়ন আমাদের কাজ।
আথেনে ।। কোথা পায় সে ঘাতক শান্তির আশ্রয়?
কোরাস ।। নকল মুদ্রার মতো যেখানে অচল সুখ শান্তি আরাম বিরাম!
আথেনে ।। তাই জর্জরিত
এই ব্যক্তি তোমাদের হুঙ্কারে তাড়নে?
কোরাস ।। তাই সত্য। এই ব্যক্তি মাতৃঘাতী।
আথেনে ।। হয়তো অলঙঘনীয় কোনো ব্যক্তি
বাধ্য করেছিল একে কঠিন আদেশে?
কোরাস ।। মাতৃঘাতী হতে বলে - কার আছে এতো শক্তি?
আথেনে ।। একটি পক্ষের কথা শোনা হোলো,
বাকি আছে আরো দুই পক্ষের ভাষণ।

সব শুনে ন্যায়বিচার করতে অনুরোধ করলো কোরাস আথেনেকে, স্বীকার করলো তার বিচার মেনে নিতে। আথেনের নির্দেশে প্রথমে আত্মপক্ষ সমর্থন করলো ওরেস্তেস। বন্ধুরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মন্দিরে শুদ্ধি-অনুষ্ঠান পালন করেছে, তার হাত আর রক্তে কলংকিত নয়। দ্বিতীয়ত, তার পিতা ত্রোয়-বিজয়ী বীর রাজা আগামেম্ননকে তার স্ত্রী, ওরেস্তেসের মা, ফাঁদে আটকে হত্যা করেছে, সেই হত্যার ন্যায্য প্রতিশোধ নিতে সে মাতৃহত্যা করেছে। যদি এতে সে দোষী হয়, তবে সে দোষের ভাগ আপোল্লোরও আছে, কারণ সেই দেবতা তাকে এই প্রতিশোধ নিতে আদেশ করেছে, বলেছে - সে, আদেশ পালন না করলে তাকে ভয়ংকর শাস্তি পেতে হবে।

এই জটিল প্রশ্নের বিচারের দায়িত্ব আথেনে একা নিতে রাজি হলো না। উপরন্তু ওরেস্তেস আথেনের তথা আথেন্সের নাগরিকদের শরণার্থী। দন্ডবিধানকারী অপদেবীদের অভিযোগও সহজে অস্বীকার করা যায় না। বিচারে অন্যায় থাকলে আথেন্স ধ্বংস হবে দুর্ভিক্ষে মারীতে। অতএব ডাকা হোক আথেন্সের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কয়েকজনকে, সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করে রায় দেওয়া হোক নবপ্রতিষ্ঠিত সেই আদালতে।

চলে গেলো আথেনে। ওরেস্তেসও গেলো মন্দিরের ভিতরে। কোরাসের গানে সংশয়ের ছায়া। যদি ওরেস্তেসের পক্ষে রায় যায়, তবে ন্যায়বিচারের সনাতন বিধান ধ্বংস হবে, পুত্রকন্যারা পিতৃমাতৃহত্যার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে, হত্যাকারীকে শাস্তি দেবার অধিকার অপদেবীদের আর থাকবে না। যে ভয়ংকর শাস্তির ভয় এখন মানুষকে মহাপাপ থেকে বিরত রাখে, সে ভয় আর থাকবে না।

ফিরে এলো আথেনে। সঙ্গে আথেন্সের বারোজন বিচক্ষণ নাগরিক। মন্দিরের ভিতর থেকে ওরেস্তেসকে নিয়ে প্রবেশ করলো আপোল্লো। আথেনে দূতকে আদেশ করলো আথেন্স নগরের নাগরিকদের ডেকে আনতে। তারা এসে বিচার দেখুক। এই বিচারালয় আজ থেকে আথেন্সের স্থায়ী বিচারালয় হোক।

আরম্ভ হলো বিচার। অভিযোগ অপদেবীদের, তাদেরই প্রথমে বলতে নির্দেশ দিলো আথেনে। কোরাসের জেরায় ওরেস্তেস স্বীকার করলো, তার মাকে সে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছে, কিন্তু করেছে তার পিতার হত্যার ন্যায্য প্রতিশোধ নিতে, এবং আপোল্লোর আদেশ পালন করতে। কোরাসের যুক্তি - ক্লাইতেম্নেস্ত্রার স্বামীহত্যার পাপ ওরেস্তেসের মাতৃহননের তুলনায় কম, কারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক নয়। ও যুক্তি না মানলেও ওরেস্তেস ঠিকভাবে আত্মসমর্থন করতে পারলো না, আপোল্লোর উপর ছেড়ে দিলো সে কাজের ভার।

আপোল্লো বললো, তার পুরোহিতের মাধ্যমে যে আদেশ সে ওরেস্তেসকে দিয়েছে, সে আদেশ সর্বময় দেবরাজ জেউসের অনুমোদিত। ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রার অপরাধ সাংঘাতিক, কারণ সে প্রথমত এক বিজয়ী বীর নরশ্রেষ্ঠ রাজাকে হত্যা করেছে, দ্বিতীয়, - সে হত্যা যুদ্ধে নয়, ফাঁদে বন্দী করে অসহায় অবস্থায় হত্যা। সন্তানের উপর মাতার অধিকার আপোল্লো মানতে রাজি নয়। তার মতে আসল অধিকার পিতার, সে-ই রোপন করে বীজ। জন্মের পর মা সন্তানের ধাত্রীর কাজ করে, এই মাত্র। অর্থাৎ পিতার হত্যার প্রতিশোধে ওরেস্তেসের মাতৃহত্যা ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রার অপরাধের তুলনায় অনেক কম।

এইবার আথেন্সের নাগরিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে আথেনে বললো - এই বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা হোক আজ নরহত্যার এই প্রথম বিচারে। আজ থেকে যাবতীয় নরহত্যার অভিযোগ আসবে এই আদালতে। প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুযায়ী ন্যায়বিচার করবার দায়িত্ব এই আদালতের বিচারকদের, তারা যেন নির্ভয়ে বিনা পক্ষপাতে সেই পবিত্র দায়িত্ব পালন করে। এইখানেই স্থাপিত হোক আথেন্স নগরের শক্তির ভিত্তি।

বিচারকরা একে একে উঠে তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে এলো। প্রত্যেকের হাতে ছিল দুটি করে শিলাখন্ড, একটি সাদা, একটি কালো। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিচারপাত্রে শিলাখন্ড ফেললো তারা - সাদা মানে নির্দোষ, কালো মানে দোষী। অন্য শিলাটি আর একটি পাত্রে ফেলে তারা ফিরে এলো। ততোক্ষণ বাদানুবাদ, পারস্পরিক কুৎসা আরোপ চলতে লাগলো আপোল্লো আর অপদেবীদের মধ্যে। আথেনেও তার নিজের সিদ্ধান্ত জানালো শিলাখন্ড ফেলে।

গোনা হলে দেখা গেলো বিচারকদের বারোজনের মধ্যে ছজনের সিদ্ধান্ত দোষী, বাকিদের নির্দোষ। শেষ-সিদ্ধান্তসূচক মত আথেনের, তার শিলাখন্ড ছিল সাদা। পুষের সর্ববিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব আথেনে মানে, তাই তার মতে ওরেস্তেসের মাতৃহত্যার তুলনায় ক্লাইতেম্‌নেস্ত্রার পতিহত্যা বেশি গর্হিত অপরাধ। সুতরাং তার সিদ্ধান্তে পাল্লা ভারি হলো ওরেস্তেসের পক্ষে, সে মুক্ত হলো রক্ত-অপরাধ থেকে।

আনন্দিত ওরেস্তেস শপথ করলো - আজ থেকে আর্গোসের কোনো রাজা আথেন্সের শত্রু হবে না। চলে গেলো আপোল্লো আর ওরেস্তেস।

কিন্তু অপদেবীরা বিক্ষুব্ধ। নব্যবিধান সনাতন বিধানকে পদদলিত করলো, দন্ডবিধানের সনাতন অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হলো। এ প্রবঞ্চনার, এ অপমানের প্রতিশোধ নেবে তারা আথেন্স নগরকে দুর্ভিক্ষে মহামারীতে ছারখার করে দিয়ে।

অতি ধৈর্যে তাদের বোঝাতে শু করলো আথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আথেনে। ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিচার হয়েছে, এতে তাদের পরাজয় বা অপমান সূচিত হয়নি। আপোল্লোর আদেশে ওরেস্তেস মাতৃহত্যা করেছে, সুতরাং স্বয়ং জেউস রক্ষা করেছে তাকে। অতএব অপদেবীরা যেন আথেন্স ধবংস করবার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করে। এই দেশে এক পবিত্র গুহায় দেবীর মর্যাদায় তাদের অধিষ্ঠিত করবে আথেনে, সমস্ত নাগরকিরা পূজা দেবে তাদের।

কিন্তু বঞ্চনায় অপমানে জর্জরিত অপদেবীরা সহজে শান্ত হলো না। নানাভাবে বারবার বোঝাতে হলো আথেনকে। তারা স্বয়ং আথেনের সঙ্গে দেবীর মর্যাদার অংশীদার হোক এই নগরে। নবান্নের প্রথম নৈবেদ্য, জন্মের ও বিবাহের পবিত্র বলি তাদের উদ্দেশে নিবেদিত হবে। এই সম্মান আথেন্স ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যে তারা কখনো পাবে না।

অপদেবীদের আক্রোশ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এলো।

কোরাস ।। তোমার প্রস্তাবে যদি রাজি হই,
কী কী হবে আমাদের অধিকার ?
আথেনে ।। তোমাদের পূজা বিনা কোনো পরিবার
পাবে না সমৃদ্ধি।
কোরাস ।। এই স্থান, এই শক্তি, দেবে তুমি আমাদের ?
আথেনে ।। তোমাদের পবিত্র মন্দিরে যারা দেবে পূজা,
তাদের সুরক্ষা আর সমৃদ্ধির ভার
আমার উপর।
কোরাস ।। এ প্রতিজ্ঞা
চিরকাল রক্ষা করে যাবে তুমি?
আথেনে ।। অঙ্গীকার কেন তবে, নাই যদি করি?
কোরাস ।। ক্রোধ শান্ত হয়ে আসে, তোমার কথায়
আমাদের মনে সাড়া জাগে।
আথেনে ।। আথেন্স নগরে সর্বজন বন্ধু তোমাদের।
কোরাস ।। পরিবর্তে কী মঙ্গল দিতে পারি
নাগরিকদের আমরা সকলে ? কোন্ আশীর্বাদ?

নাগরিকদের হয়ে নতুন দেবীদের কাছে আশীর্বাদ চাইলো আথেনে। যেন যুদ্ধে হয় শঙ্কাহীন বিজয়। যেন লাভ হয় ধরিত্রীর সমুদ্রের আকাশের আশিস। যেন সমৃদ্ধি আসে বৃষ্টিতে, পশুপালনে। আথেন্সের নারীরা যেন বীরপ্রসবিনী হয়। যেন গৃহযুদ্ধ কখনো না ঘটে।

সম্মত হলো অপদেবীরা। আরো দাক্ষিণ্যে তারা উচ্ছল হয়ে উঠলো। তারা আর অত্যাচারী অপদেবী রইলো না, হোলো ‘এইমেনিদেস’ - কল্যাণময়ী।

তখন আথেনের নেতৃত্বে আরম্ভ হলো এক শোভাযাত্রা, জ্বলন্ত মশাল নিয়ে। শোভাযাত্রা চললো সেই গুহায়, যা হয়েছে তাদের নতুন ভবন, নতুন মন্দির। শোভাযাত্রায় যোগ দিলো দর্শকরা।

আথেনে ।। শক্তিরূপিণী এসো, এসো কল্যাণী,
তোমাদের যাত্রাপথ হোক আলোকিত,
এসো নাগরিক, এসো নগরবাসিনী,
আকাশ বাতাস হোক আনন্দে ধ্বনিত।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com